তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড
৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা
শেয়ারহোল্ডারগণের উদ্দেশ্যে পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন
বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)-এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। এ উপলক্ষ্যে আমি কোম্পানির ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনসহ পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তিতাস নদীর তীরে বিশাল গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালের ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎকালীন সরকারি প্রতিষ্ঠান শিল্প উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক ১৪" ব্যাস সম্পন্ন ৫৮ মাইল দীর্ঘ তিতাস-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হলে ১৯৬৮ সালের ২৮ এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোম্পানির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক জনাব শওকত ওসমান-এর বাসায় ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়। দীর্ঘ পথ চলায় একটি অগ্রগামী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সুদৃঢ় করতে তিতাস গ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়েও বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। জ্বালানি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রদূত হিসেবে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে তিতাস গ্যাসের অবদান অনির্বাণ শিখার মতই দীপ্তিমান।

সূচনালগ্ন থেকে কোম্পানির ৯০% শেয়ারের মালিক ছিল তৎকালীন সরকার এবং ১০% শেয়ারের মালিক ছিল শেল অয়েল কোম্পানি। ১৯৭২ সালের Nationalization Order বলে ১৯৭৫ সালের ৯ই আগস্ট আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুজাতিক শেল অয়েল কোম্পানির কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা মাত্র ৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং দিয়ে (তখনকার সময়ে ১৭-১৮ কোটি টাকা হবে) কিনে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের পরেও বর্তমানে দেশের মোট উৎপাদনের ৩১ দশমিক ৪৪ শতাংশ জ্বালানি এই গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল থেকে তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, কৈলাশটিলা ও রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্র কেনাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সনদ বলে অভিহিত করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর এই সিদ্ধান্ত একটা চেইঞ্জ গেইম তৈরি করে দিয়েছে আমাদের জন্য। জাতির পিতা বুঝেছিলেন ভবিষ্যতে আমাদের দেশে শিল্পায়ন বা উন্নয়ন করতে গেলে প্রথমে জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ জ্বালানি ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কথাটি তিনি মাথায় রেখেছিলেন। জ্বালানির জন্য বিদেশী নির্ভরতা কমানো এবং নিজস্ব সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী ও দূরদর্শী।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এ কোম্পানি শুরুতে ১.৭৮ কোটি টাকা অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন সহযোগে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সংস্থা পেট্রোবাংলার অধীনে ন্যস্ত হয়। বর্তমানে কোম্পানির অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ২,০০০.০০ কোটি ও ৯৮৯.২২ কোটি টাকা।

কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিভুক্ত এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের মাঝে প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ করা। এ লক্ষ্যে বিতরণ পাইপলাইনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্যাস স্থাপনা নির্মাণ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কোম্পানির অন্যতম প্রধান কাজ। তিতাস গ্যাস বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ অর্থাৎ ১২টি জেলায় গ্যাস সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি আগেই উল্লেখ করেছি ১৯৬৮ সালে সিদ্ধিরগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিগত পাঁচ দশকে কোম্পানির কার্য-পরিধির ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে এবং এ যাবতকাল গ্রাহকদের চাহিদানুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু, সাম্প্রতিক সময়ে কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় গ্রাহকদের চাহিদার বিপরীতে ফিল্ডসমূহ হতে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহের ঘাটতির পাশাপাশি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে সারা বিশ্বে জ্বালানি সংকট তীব্র হওয়ায় আমদানিকৃত এলএনজিরও স্বল্পতা দেখা দেয়ার কারণে তিতাস অধিভুক্ত কতিপয় এলাকায় স্বল্পচাপ সমস্যা বিরাজমান থাকায় গ্রাহক সেবা কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। বর্তমানে কোম্পানি ১৩,৩৯১.৩২ কি.মি. পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করছে। ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত গ্রাহক সংখ্যা ২৮,৭৮,৭৫৭ টি।

বিগত পাঁচ বছরে তিতাস গ্যাসের গ্রাহক সংখ্যার একটি পরিসংখ্যান নিচের সারণিতে প্রদান করা হ'ল :

গ্রাহক শ্রেণি	গ্রাহক সংখ্যা				
	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩
বিদ্যুৎ	৪৫	৪৬	৪৭	৪৭	৫৬
সার	৩	৩	৩	৩	২
শিল্প	৫,২৭৯	৫,৩১৩	৫৩২২	৫৩৯৬	৫৪২৯
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১,৬৮০	১,৭০১	১৭১০	১৭৩৬	১৭৫৫
সিএনজি	৩৯৪	৩৯৬	৩৯৬	৩৯৬	৩৯৬
বাণিজ্যিক	১২,০৭৫	১২,০৭৫	১২০৭৬	১২০৭৮	১২০৭৮
আবাসিক	২৮,৪৬,৪১৯	২৮,৫৫,৩০২	২৮,৫৬,২৪৭	২৮,৫৭,৯৪৮	২৮৫৩০৫৩
মোট	২৮,৬৫,৯০৭*	২৮,৭৪,৮৪৮*	২৮,৭৫,৮১৩*	২৮,৭৭,৬০৪*	২৮,৭৮,৭৫৭ *

* ১২টি মৌসুমি গ্রাহক, ১৭টি আবাসিক জেনারেটর এবং ৫৯৫৯টি মিটারযুক্ত আবাসিক গ্রাহকসহ।

উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি এখন কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

উন্নয়ন কর্মসূচী:

বর্তমানে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত পাইপলাইনের দৈর্ঘ্য ১৩৩৯১.৩২ কি.মি.। বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের নিমিত্ত আলোচ্য অর্থ বছরে ৪৫.৯৬ কি.মি. লিংক লাইন, পাইপলাইন সংস্কার/ পুনর্বাসন/প্রতিস্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সিস্টেম লস হ্রাসকরণ কার্যক্রম :

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোং লি. এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কোম্পানির সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অবৈধ গ্যাস ব্যবহার সনাক্তকরণ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণে ভিজিল্যান্স ডিভিশনের নিয়মিত বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে পরিচালিত অবৈধ গ্যাস পাইপ লাইন অপসারণ ও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে।

২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানির ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য তথা মোট সিস্টেম লস সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :

অর্থবছর	ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য (মোট সিস্টেম লস)	
	পরিমাণ (এমএমসিএম)	শতকরা হার (%)
২০১৮-১৯	১০০৩.৮৩	৫.৭১
২০১৯-২০	৩০৮.৩২	২.০০
২০২০-২১	৩২৩.৬৪	২.০০
২০২১-২২	৩২০.৫০৭	২.০০
২০২২-২৩	৮০৬.৫৮৫	৫.২৮

সিস্টেম লসের কারণসমূহ :

- অবৈধ সংযোগের মাধ্যমে গ্যাস ব্যবহার করায় সৃষ্ট লস;
- পাইপ লাইন পুরাতন/ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় বিতরণ নেটওয়ার্কের লস;
- বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাটির নীচে কাজ করার সময় পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত করায় সৃষ্ট লস;
- বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামত কার্যক্রম পরিচালনাকালে গ্যাস পার্জিং করার ফলে সৃষ্ট লস;
- মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহক/ফ্ল্যাট রেট (Fixed Billing) ব্যবস্থায় ব্যবহৃত গ্যাসের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করতে না পারার কারণে সৃষ্ট লস;
- গ্যাস ইনটেক পয়েন্ট এবং গ্রাহক পর্যায়ে পরিমাপজনিত মিটারিং সিস্টেম এর ভিন্নতার কারণে পরিমাপজনিত ত্রুটির ফলে সৃষ্ট লস;
- মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকের হাউজ লাইন হতে লিকেজ এর কারণে সৃষ্ট লস;

সিস্টেম লস হ্রাসকরণে তিতাস গ্যাস কর্তৃক গৃহীত/ চলমান ব্যবস্থাসমূহ:

- ইভিসি মিটার স্থাপন;
- অবৈধ লাইন উচ্ছেদ অভিযান;
- Clean Development Mechanism (CDM);
- Verified Emission Reduction (VER);
- বিতরণ নেটওয়াকের্র Cathodic Protection ব্যবস্থা;

সিস্টেম লস হ্রাসকল্পে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- পুরাতন পাইপলাইন প্রতিস্থাপন ও নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপন;
- ইভিসি মিটার স্থাপন;
- মিটারে অবৈধ হস্তক্ষেপ রোধকল্পে পাস্টিক কেবিনেট স্থাপন;
- আবাসিক ট্যারিফ লস বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য সিস্টেম লস পুনঃনির্ধারণ;
- সিস্টেম লস এর খাতওয়ারী পরিমাণ নির্ধারণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ;
- কোম্পানির বিতরণ মার্জিন বৃদ্ধিকরণ;ডিভিশনভিত্তিক নেটওয়ার্ক পৃথকীকরণ;
- রাস্তা খননের অনুমতি সহজ প্রাপ্তির স্বার্থে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর;
- বিতরণ মার্জিন নির্ধারণে গ্রহণযোগ্য সিস্টেম লসের হার পুনঃনির্ধারণ:

পুনর্বাসন/নির্মাণ কার্যক্রম:

আলোচ্য অর্থবছরে ঢাকা শহরসহ তিতাস অধিভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের গ্যাস পাইপলাইনের মডিফিকেশন/ পুনর্বাসন/প্রতিস্থাপন/স্থানান্তর করা হয়েছে, যা নিম্নরুপ :

- পানগাঁও ভাল্‌ভ ষ্টেশন হতে কেরাণীগঞ্জ বিসিক পর্যন্ত ২০" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২০.৩২ কি.মি. বিতরণ লাইন এবং কেরাণীগঞ্জ ডিআরএস নির্মাণ কাজ;
- ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় বিসিক এপিআই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক বাউশিয়া মৌজা গজারিয়া উপজেলা মুন্সীগঞ্জে গ্যাস সরবরাহের জন্য অভ্যন্তরীণ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন ও ডিআরএস নির্মাণের কাজ;
- নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ১৪" ও ২০" ব্যাসের ১০০০ পিএসআইজি ৪ (চার) কি.মি. দীর্ঘ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থানান্তর কাজ;
- পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ-লাইন এলাইনমেন্টের টিটিপাড়া হতে গোলাপবাগ পর্যন্ত এলাকায় ১" ব্যাসের ৩৯৬.৫০ মিটার গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর কাজ;
- বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ এর অর্থায়নে ডিপোজিট ওয়ার্ক কার্যক্রমের আওতায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এর নির্মাণাধীন টার্মিনাল-৩ এলাকায় প্রকল্পের এলাইনমেন্ট বরাবর টিজিটিডিসিএল এর ১২" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি এবং আরএমএসসহ ৩" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর কাজ;
- ডিপোজিট ওয়ার্ক কার্যক্রমের আওতায় পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের আওতায় চেইনেজ ০+০০০ থেকে ১০+০০০ পর্যন্ত অর্থাৎ কমলাপুর রেল স্টেশন হতে পাগলা ওয়াসা গেইট পর্যন্ত ৫টি স্থানে (চেইনেজ ৪+৪৯৫ থেকে ৫+১০০ পর্যন্ত অংশ ব্যতীত) বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ ও সার্ভিস গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর কাজ;
- ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পে (২য় পর্যায়) ওয়াবদাপুল, হাজীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জস্থ এলাকার নির্মানাধীন ব্রীজের সাইটে তিতাস গ্যাসের ১২", ৮", ৬", ৪" ও ২" ব্যাসের বিতরণ ও সার্ভিস গ্যাস পাইপ লাইন স্থানান্তর কাজ;
- বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ;
- ঢাকা-সাভার হাইওয়ে সংলগ্ন ব্যাংক টাউন, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা এলাকায় কর্ণতলী নদীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ১০" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি লাইনের সাথে পশ্চিম পার্শ্বস্থ ১০" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি লাইনের টাই-ইন কাজ; এবং
- চন্দ্রা পল্লীবিদ্যুৎ এপেক্স রোড, আহসান কম্পোজিট রোড ও হরিণহাটি রোড-এর লিকেজ যুক্ত ২ " ব্যাসের বিতরণ গ্যাস পাইপলাইন ও সংশ্লিষ্ট সার্ভিস লাইন প্রতিস্থাপন কাজ ।

জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ২০" ব্যাসের পাইপলাইনের ওয়েল্ডিং কাজ এর চিত্র

পূর্ত কার্যক্রম:

২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত পূর্ত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় বিদ্যমান অফিস ভবন উর্ধ্বমুখী (২য় তলা হতে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত) সম্প্রসারণ কাজ;
- ভান্ডার বিভাগের জন্য ডেমরা সিজিএস এলাকায় প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টীল দ্বারা গোডাউন নির্মাণ কাজ;
- দনিয়া ডিআরএস এলাকায় ৬ তলা বিদ্যমান ষ্টাফ কোয়ার্টারের ৬ষ্ঠ তলার অবশিষ্ট ১টি ইউনিট নির্মাণ এবং ভবনের ছাদের ফিনিশিং কাজ;
- কদমতলী ডিআরএস এ চারতলা ভিত্তিসহ দোতলা কন্ট্রোলরুম, গার্ডরুম, আরসিসি রোড নির্মাণ কাজ;
- ডেমরা সিজিএস এর চারদিকে সীমানা প্রাচীর পুন:নির্মাণ এবং গার্ডরুম, সিকিউরিটি রুম, পোস্ট নির্মাণ ও অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- নারায়নগঞ্জ এলাকার খানপুর মৌজায় অবস্থিত কোম্পানীর নিজস্ব জমিতে আনসারশেড, কার পার্কিং শেড ও অভ্যন্তরীণ রোড নির্মানসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ; এবং
- গোদনাইল টিবিএস/ডিআরএস এ অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ।

নবনির্মিত দনিয়া অফিস ভবন

বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

পুনর্বাসন/নির্মাণ কার্যক্রম:

২০২২-২৩ অর্থবছরে চলমান পাইপলাইনের প্রতিস্থাপন/ পুনর্বাসন কাজ :

- ত্রিশাল টিবিএস মডিফিকেশন এবং ত্রিশাল টিবিএস থেকে হামিদ ইকোনমিক জোন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ পর্যন্ত ১৬" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ;
- আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে ৪ লেন জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্পের প্রেক্ষিতে ঘাটুরা ও খাটিহাতা বিশ্বরোড নামক এলাকায় তিতাস গ্যাস-এর বিদ্যমান ট্রান্সমিসন লাইনের নিরাপত্তাকল্পে মাটি/বালি খননপূর্বক স্প্লিন্ট কেসিং স্থাপন কাজ;
- কোম্পানি ব্যয়ে ডেমরা সিজিএস হতে তেজগাঁও টিবিএসগামী ১২" ব্যাস x ৩০০ পিএসআইজি লাইনের প্রায় ৫৮০ (পাঁচশত আশি) ফুট পাইপ লাইন মানিকদিয়ায় উন্মুক্ত হয়ে পড়ায় জরুরী ভিত্তিতে পুনর্বাসন কাজ;
- "নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ (বর্ধিতাংশ, ২য় ফেজ) কাজ;
- ডিপোজিট ওয়ার্ক এর আওতায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভূলতা এলাকায় চেইনেজ ১২+৬০০ হতে ১৪+২৫০ পর্যন্ত ৮" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ২৬১৬ মিটার বিতরণ লাইন ও সার্ভিস লাইন নির্মাণ কাজ;
- ডিপোজিট ওয়ার্ক এর আওতায় "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ভৈরব এলাকার আওতায় চেইনেজ ৬৪+৪০০ হতে ৬৭+৫০০ পর্যন্ত বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাস বিশিষ্ট বিতরণ লাইন ও সার্ভিস সংযোগ স্থানান্তর কাজ;

- বাংলাদেশ রেলওয়ে ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ রেল লাইন স্থাপনের এলাইনমেন্ট হতে তিতাস গ্যাসের বিদ্যমান পাইপলাইন স্থানান্তর কাজ;
- নারায়ণগঞ্জের পাগলা এলাকায় অবস্থিত প্রাইম ডিআরএস-এর মডিফিকেশন কাজ;
- আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে (জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চল) প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্য ১০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতার সিজিএস নির্মাণ কাজ;
- আশকোনা-গাওয়াইর এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে গ্যাস পাইপলাইন ও ডিআরএস নির্মাণ কাজ;
- ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গ্যাস পাইপলাইনের লিকেজ মেরামত এবং স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনকল্পে বিভিন্ন ব্যাসের ৫০ ও ১৪০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপন কাজ (পর্ব-৫/২০২২):(ক) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় চত্বর এলাকা; (খ) শহীদ জামিল রোড, তালতলা, আগারগাঁ, ঢাকাস্থ এলাকা; (গ) স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইব্রাহিমপুর বাজার রোড এলাকা; (ঘ) বাসা নম্বর-৫৪, সড়ক নম্বর-৭/এ, ব্লক নম্বর-এইচ, বনানী (ঙ) কবিরাজবাগ, পূর্ব ধোলাইরপাড়, জুরাইন এলাকা; (চ) মুড়াপাড়া (এসিআই সল্ট এর পাশে) রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এলাকা; (ছ) খিলগাঁও থানার আওতাধীন দক্ষিন গোড়ান শান্তিপুর ৭ নং রোড; জ) ২৫ নং ওয়ার্ডস্থিত লালবাগ চৌরাস্তা হতে শেখ সাহেব বাজার এলাকা; (ঝ) জনতা ব্যাংক-হাজারীবাগ শাখা, হাজারীবাগ এলাকা; (ঞ) ৭৩/জি ১, সেন্ট্রাল রোড এলাকা (ট) শ্যামলী-রিং রোড, ঢাকা এলাকায় বেসিক ব্যাংকের সম্মুখস্থ রাস্তা; এবং
- হোসেনদি ইকোনোমিক জোন লিমিটেড, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ-এ গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে পাইপলাইন নির্মাণ কাজ।

বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কার্যক্রম:

- প্রধান কার্যালয় ভবনের বোর্ডরুম ও সংলগ্ন কার্যালয়সমূহের অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার কাজ;
- তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের ৪র্থ তলার পূর্ব অংশের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ;
- ভুরুলিয়া (গাজীপুর), পটকা (গাজীপুর), রাজেন্দ্রপুর (গাজীপুর) ও করটিয়া (টাঙ্গাইল) ভালব স্টেশনের গার্ডরুম নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- টঙ্গী টিবিএস এরিয়ার সীমানা প্রাচীরের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারন ও মেরামত, কন্ট্রোল ভবন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনসহ মাটি ভরাটের কাজ;
- প্রধান কার্যালয়ে বিদ্যমান মসজিদ সম্প্রসারণ, লাইব্রেরী ১০ম তলায় স্থানান্তর, স্টোর ও চিকিৎসা বিভাগ পুন:র্বিন্যাস;
- আবিবি (সাভার) অফিস কাম আবাসিক কমপ্লেক্স স্টোররুম, গার্ড রুম ও গ্যারেজ নির্মাণ সহ অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- জোবিঅ (জিনজিরা) এলাকায় এস.এস. ফেন্সিং নির্মাণ ও গ্রিল দিয়ে সীমানা প্রাচীর উঁচুকরণসহ অন্যান্য কাজ;
- উত্তরাস্থ ডুপ্লেক্স অফিসার্স কোয়ার্টারের (উপমহাব্যবস্থাপক কোয়ার্টার) ভিতর বাহির সম্পূর্ন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ;

বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম :

- নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাটে মেসার্স সামিট মেঘনাঘাট-২ পাওয়ার লিমিটেড ৫৮৩ মেগাওয়াট;
- নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাটে মেসার্স ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড ৫৮৪ মেগাওয়াট; এবং
- নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাটে মেসার্স রিলায়েন্স বাংলাদেশ এলএনজি এন্ড পাওয়ার লি. ৭১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Pre-paid Gas Meter for TGTDCL) (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্প:

জাপান সরকারের ৩৫তম ওডিএ লোন প্যাকেজভুক্ত (Natural Gas Efficiency Project (BD-P78)-এর অধীনে টিজিটিডিসিএল এর "প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন (Installation of Pre-paid Gas Meter for TGTDCL) (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় প্রকল্পের পূর্ববর্তী ২টি পর্যায়ে স্থাপিত মোট ৩,২০,০০০ (তিন লক্ষ বিশ হাজার) মিটারের সাথে জাইকার লোন প্যাকেজ BD-P78 এর অব্যয়িত অর্থ দ্বারা আরো ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মিটার স্থাপনের

লক্ষ্যে প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি ২১-০৩-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার আবাসিক খাতে গ্রাহক পর্যায়ে সিস্টেম লস কমানো; নবায়ন অযোগ্য জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস সংরক্ষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন; গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি, তদারকি ব্যয় কমানো এবং সর্বোপরি পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি করা। ৩য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অধীনে মোট স্থাপিতব্য মিটার সংখ্যা ৪,২০,০০০ (চার লক্ষ বিশ হাজার) টি, প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৪ পর্যন্ত এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২৮২৩.৩১ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৭৪৭.৪৩ লক্ষ টাকা, ডিপিএ ৮০৭০০.২৯ লক্ষ টাকা ও স্ব-অর্থায়ন ২৩৭৫.৫৯ লক্ষ টাকা)।

বর্তমানে প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের ১.০০ লক্ষ প্রিপেইড মিটার মাঠ পর্যায়ে স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ টি লটে মোট ৩১,৬৮০ টি মিটার আমদানি করা হয়। অপরদিকে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাৎসরিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অনুযায়ী জুন ২০২৩ এর মধ্যে ৫০০০ টি মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল, যার বিপরীতে মিটার স্থাপন করা হয় ১৩,৭৭১ টি। আগামী জানুয়ারি'২০২৪ এর মধ্যেই সকল মিটার স্থাপন সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

প্রকল্পের আওতায় স্বতন্ত্র Data Center এবং Disaster Recovery Center নির্মানসহ ওয়েব সিস্টেম (হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার) স্থাপন করা হয়েছে। Point of Sale (POS) পরিচালনার জন্য UPAY (Sister Concern of UCBL) -এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় প্রকল্পের এলাকাসমূহে ০৫(পাঁচ) শতাধিক POS চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রাহকগণ সহজেই প্রি-পেইড কার্ড রিচার্জ করতে পারছেন। এছাড়া আবাসিক প্রি-পেইড গ্রাহকগণ যাতে ঘরে বসে সহজেই NFC সক্ষম মোবাইল দ্বারা কার্ড রিচার্জ করতে পারেন সেজন্য ইতোমধ্যে অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান SSLCOMMERZ -এর সাথে এ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের ঠিকাদার কর্তৃক এ সংক্রান্ত Mobile Application ডেভেলপ করার কাজও সম্পন্ন হয়েছে। Test Run-এর মাধ্যমে কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং গ্রাহকদের ব্যবহারের জন্য তা App Store এ উন্মুক্ত করা হবে।

তিতাস গ্যাস এবং অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান SSL COMMERZ-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ৬৩৪০.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৬৩৬৬.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ছিল ১০০.৪২%। প্রকল্পের শুরু হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭০৫৩৪.১৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৭৬%। ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৮০%।

“The Project for Gas Network System Digitalization and Improvement of Operational Efficiency in Gas Sector in Bangladesh” শীর্ষক প্রকল্প:

কোম্পানির আওতাধীন সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য, কার্যকর এবং দক্ষ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজ করা, SCADA এর মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নতকরণে JICA এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় কোম্পানিতে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- কোম্পানির আওতাধীন সঞ্চালন নেটওয়ার্কের ডিজিটালাইজেশন এবং পাইলট এলাকা হিসাবে ধানমন্ডি ও মতিঝিল এলাকার বিতরণ ও সার্ভিস লাইনের GIS Mapping সম্পন্ন করা হয়েছে। নেটওয়ার্কের স্টেশনসমূহ পরিদর্শনপূর্বক নিরাপত্তা অডিট, PFD (Process Flow Diagram) হালনাগাদকরণ চলমান রয়েছে;
- কোম্পাানির বিদ্যমান সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ অবকাঠামোগত পরিকল্পনা গ্রহণ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে;
- গ্যাস সিস্টেমে ব্যবহৃত মালামাল ও যন্ত্রাংশ এবং নকশা প্রস্তুতিতে প্রচলিত মানদন্ড যাচাই পদ্ধতি বিষয়ে JET (JICA Expert Team) এর অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং মালামাল ও যন্ত্রাংশের Unified আইডি প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে; এবং
- গ্যাস নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং গ্যাস নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কার্ট টাইপ গাস লিকেজ সনাক্তকরণ যন্ত্র দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ গ্যাস লিকেজ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ

বেজার অধীন প্রস্তাবিত ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহের বিবরণী:

বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ (বেজা) শিল্পের বৈচিত্রায়ন এবং কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দেশের সম্ভাবনাময় এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করেছে। তন্মধ্যে তিতাস অধিভূক্ত এলাকায় ০৪টি সরকারি ও ১৫টি বেসরকারি ইকোনমিক জোনে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ নিম্নরুপ:

- কোম্পানি কর্তৃক আবশ্যকীয় অবকাঠামোসহ উচ্চতর ব্যাস ও প্রযোজ্য দৈর্ঘ্যের পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্নপূর্বক (ক) মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ; (খ) মেঘনা বেসরকারি ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ; (গ) আকিজ ইকোনমিক জোন, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ; এবং (ঘ) সিটি ইকোনমিক জোন, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এবং (ঙ) জামালপুর সরকারি ইকোনমিক জোন, হলিদাহাটা, জামালপুর এ ইতোমধ্যে গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে;

- হোসেনদি ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে ১৬" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৬.৫ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ইনটেক মিটারিং রান নির্মাণ কাজ চলমান আছে। অনুরুপভাবে, জাপানিজ ইকোনমিক জোন (আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ) এর জন্য ২০" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি × ৪ কি.মি. ও ১৪" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি × ৪ কি.মি.পাইপ লাইন স্থানান্তর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সিজিএস নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;

- চাহিদাকৃত গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে (ক) ত্রিশালস্থ (ময়মনসিংহ) হামিদ ইকোনমিক জোন এর জন্য ত্রিশাল টিবিএস হতে ১৬" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি ১০ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং (খ) আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গজারিয়া টিবিএস মডিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে এবং ১২" ব্যাস x ১৪০ পিএসআইজি x ৮ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, কোনাবাড়িস্থ (গাজীপুর) এলাকায় বে ইকোনমিক জোন এর প্রয়োজনীয় মালামাল গ্রাহক কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছে এবং গ্যাস অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;

- কুটুম্বপুর হতে মেঘনাঘাট পর্যন্ত ৪২" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি (১২০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন) গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মিত হলে কুমিল্লা ইকোনমিক জোন (চাহিদা: ১০০ এমএমসিএফডি), সোনাচর, মেঘনা, কুমিল্লা-এ গ্যাস সরবরাহের জন্য বর্ণিত ৪২" ব্যাস × ১০০০ পিএসআইজি লাইনের নির্মিতব্য নতুন অফটেক হতে সঞ্চালন লাইন ও বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ করা হবে এবং এতদবিষয়ে MoU (Memorandam of Understanding) স্বাক্ষরের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে; এবং

- আমান ইকোনমিক জোন, সোনারগাও, নারায়ণগঞ্জ; ইস্ট-ওয়েস্ট স্পেশাল ইকোনমিক জোন, হাজারীবাগ, পানগাঁও, কেরানীগঞ্জ; বসুন্ধরা স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কোন্ডা, বাতুরাইল, কেরানীগঞ্জ; আরিশা ইকোনমিক জোন, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা; সোনারগাঁও ইকোনমিক জোন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ; এ. কে. খান ইকোনমিক জোন, কাজীর চর, পলাশ, নরসিংদী; গজারিয়া ইকোনমিক জোন, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ এবং ঢাকা সরকারী ইকোনমিক জোন, দোহার, ঢাকা এ গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের ব্যয় প্রাক্কলন সংশ্লিষ্ট ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষকে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলিত অর্থ জমা প্রদান পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে।

Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প:

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এ নিবন্ধিত ও United Nations Methodologies মোতাবেক Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্পটি ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান NE Climate A/S (NEAS) এর প্রযুক্তিগত ও আর্থিক বিনিয়োগে পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের Project Design Document (PDD) মোতাবেক ২০১৭ সালে প্রকল্পের Baseline Study কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ৫,৬৫,৯৫২টি আবাসিক ও বাণিজ্যিক রাইজার জরিপপূর্বক মোট ৩৫,২৫২ টি লিকেজযুক্ত রাইজার সনাক্তকরত মেরামত করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সর্বমোট ২০.৬৮

MMCFD গ্যাস লিকেজ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৭ সালে মেরামতকৃত রাইজারসমূহে পুনরায় গ্যাস লিকেজ সৃষ্টি হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষাপূর্বক মেরামতের লক্ষ্যে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে Monitoring কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং বর্তমানে ৬ষ্ঠ Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে। UNFCCC কর্তৃক প্রকল্পের প্রতিটি Monitoring কার্যক্রম সাফল্যের সাথে Verify হওয়ায় ২০১৮, ২০১৯, ২০২০ এবং ২০২১ সালে যথাক্রমে ৩৩,৭৮,৬১১ tCO_2e, ৩৪,৮১,৭২২ tCO_2e, ৪০,৪৯,৫৫১ tCO_2e এবং ৪১,৩৭,৯৬৬ tCO_2e বা Certified Emission Reduction ইস্যুকরতঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য বাজারজাত করা হয়। বর্ণিত প্রকল্প চুক্তির মেয়াদকাল UN Methodology অনুসারে ২০২৭ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে Success payment হিসেবে ৩০,৪২,২৩১ মার্কিন ডলার NE Climate A/S (NEAS) এর মাধ্যমে তিতাস গ্যাস কোম্পানিতে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের মাধ্যমে সাশ্রয়কৃত গ্যাস শিল্পখাতে ব্যবহার করে দেশজ উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধি এবং Green House Gas (GHG) গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হচ্ছে।

Verified Emission Reduction (VER)/VERRA প্রকল্প:

CDM প্রকল্পের সাফল্য বিবেচনায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ এর ৭৮৫ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২০ সালে Verified Emission Reduction (VER) শীর্ষক নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। NE Climate A/S (NEAS), Denmark এর প্রযুক্তিগত ও আর্থিক বিনিয়োগে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালে কোম্পানির সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় প্রায় ১,৪৩,৩৯৪ টি রাইজার পরিদর্শনপূর্বক মোট ১৭,০৭২ টি লিকেজযুক্ত রাইজার সনাক্তকরত মেরামত করা হয়েছে। বর্তমানে ১ম Monitoring কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং Verification কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন সহ ২য় Monitoring কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রকল্প চুক্তির মেয়াদকাল অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম ২০৩২ সাল পর্যন্ত চলমান থাকবে। উল্লেখ্য, "Gas safety and Public Awareness Enhancement" এর জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রচারের জন্য ইতোমধ্যে ২০,০০০ ইউরো NE Climate A/S (NE AS) এর মাধ্যমে তিতাস গ্যাস কোম্পানিতে গৃহীত হয়েছে এবং প্রচার ও প্রচারণায় এ অর্থ ব্যয় শুরু হয়েছে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কার্যক্রম ও প্রকল্প

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

আমি এখন ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য যে সকল কার্যক্রম/প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি :

পাইপলাইন প্রতিস্থাপন/ পুনর্বাসন কাজ :

- নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলাধীন জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল-এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে হরিপুর হতে দীঘিবরাবো পর্যন্ত ২০" ব্যাসের ৬ কি.মি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ কাজ;
- ডিপোজিট ওয়ার্ক এর আওতায় "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চেইনেজ ০০+০০০ হতে ১+৫০০ পর্যন্ত প্রস্তাবিত ৮" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি বিতরণ লাইন হতে বিভিন্ন ব্যাসের সার্ভিস পাইপ লাইনসমূহ স্থানান্তর কাজ;
- ডিপোজিট ওয়ার্ক এর আওতায় "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চেইনেজ ২+২০০ হতে ১১+৬০০ পর্যন্ত ২০", ১৬", ১২", ৮", ৬" ও ৪" ব্যাসের ৩০০/১৪০/৫০ পিএসআইজি বিশিষ্ট বিতরণ পাইপলাইন স্থানান্তর কাজ ;
- ডিপোজিট ওয়ার্ক এর আওতায় "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চেইনেজ ৩৮+২০০ হতে ৪২+২০০ পর্যন্ত বিদ্যমান বিভিন্ন ব্যাস বিশিষ্ট বিতরণ ও সার্ভিস পাইপ লাইনসমূহ স্থানান্তর কাজ;

- আবিডি-গাজীপুর ও আবিডি ময়মনসিংহের গ্যাস বিতরন নেটওয়ার্কের আইসোলেশনের জন্য ধনুয়া টিবিএস মডিফিকেশন কাজ;
- টার্নকী পদ্ধতিতে আদমজী ইপিজেড এর অভ্যন্তরে বিদ্যমান ২০" পাইপলাইন স্থানান্তর এবং হরাইজন্টাল ডিরেকশনাল ড্রিলিং (HDD) পদ্ধতির মাধ্যমে কর্ণতলি নদী এবং শীতলক্ষ্যা নদী অতিক্রমণকারী পাইপলাইনের সাথে টাই-ইন এবং সংশ্লিষ্ট পাইপলাইন নির্মাণ কাজ;
- কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টঙ্গি টিবিএস হতে টঙ্গী-বিসিক-কালিগঞ্জ এলাকায় গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণ কাজ;
- মুড়াপাড়া ও ভূলতা ডিআরএস মডিফিকেশন কাজ;
- কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে:

  (ক) ২৪" ব্যাস x ৫০ পিএসআইজি নরসিংদী টিবিএস হতে জেলখানা মোড়,

  (খ) ২০" ব্যাস x ১৬" x ৫০ পিএসআইজি সিলেট মহাসড়ক-শাহে প্রতাপ মোড়-পাঁচদোনা মোড় এবং

  (গ) ১৬" ব্যাস x ১২" x ৫০ পিএসআইজি শাহে প্রতাপ মোড় হতে নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ-সংগীতা এলাকায় পাইপলাইন নির্মাণ কাজ;
- কোম্পানী ব্যয়ে তারাবো হতে গোলাকান্দাইল পর্যন্ত ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্বে ২০" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি × ৭৪১৬ মিটার বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ; এবং
- আব্দুল মোনেম ইকোনোমকি জোন কর্তৃক "গজারিয়া টিবিএস থেকে আব্দুল মোনেম ইকোনোমিক জোন পর্যন্ত ১২" ব্যাস × ১৪০ পিএসআইজি দ্ধ ৮.০ কিলোমিটার বিতরণ পাইপলাইন পুনঃস্থাপন কাজ।

পূর্ত কার্যক্রম:

- জাপানিজ ইকোনোমিক জোন এলাকায় নির্মিতব্য সিজিএস এর অভ্যন্তরে অফিস ভবন, গার্ড রুম, সিপি রুম, সীমানা প্রাচীর, ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- আবিডি- ময়মনসিংহ কার্যালয় সংলগ্ন চার তলা অফিসার্স কোয়ার্টারের সার্বিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ।
- গুলশানে অবস্থিত জিএম কোয়ার্টার এর ছাদে স্টীল শেড নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- দনিয়া অফিস ভবনের হেল্প ডেস্ক/রিসিপশন রুম ও আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- ভালুকা ডিআরএস এলাকায় বিদ্যমান সীমানা প্রাচীর উঁচুকরণ এবং আনসার শেড ও ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- বি-বাড়িয়া অফিস ভবন, কন্ট্রোল বিল্ডিং, আনসার শেড মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন এবং সীমানা প্রাচীর উঁচুকরণ ও রং করণসহ অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- সিটি সেন্টার ডিআরএস এর অভ্যন্তরে সিকিউরিটি পোস্ট নির্মাণসহ ডিআরএস এর সীমানা প্রাচীর, কন্ট্রোল বিল্ডিং এবং সিকিউরিটি গার্ড রুম মেরামত ও অন্যান্য পূর্ত কাজ;
- প্রধান কার্যালয় ভবনসহ তিতাসের আওতাধীন নিজস্ব/ভাড়াকৃত অফিস ভবনের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যবর্ধনসহ অন্যান্য কাজ ;
- তিতাস অধিভুক্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে রাস্তা, ওয়াকওয়ে ও ড্রেনেজ, নিরাপত্তা কক্ষ/চৌকি, ক্রু-রুম ও আনসার শেড, ডিআরএস/টিবিএস এর পাইপ সাপোর্ট ও মেঝে পাকাকরণ ইত্যাদি নির্মাণ কাজ;
- কোম্পানির আওতাধীন ৮(আট)টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নিজস্ব জমিতে অফিস ভবন নির্মাণ কাজে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ; এবং
- কোম্পানির মিরপুর মাজার রোডস্থ জমিতে ২(দুই)টি বেজমেন্টসহ ১৪ (চৌদ্দ) তলা বিশিষ্ট ১ (এক) টি অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ভবনটির ডিজাইন, ড্রয়িং, প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ ও প্ল্যান/নক্সা অনুমোদনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড-এর প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প:

তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, আরিচা, সাটুরিয়া, ধামরাই, সাভার ও তৎসংলগ্ন শিল্পবর্ধিষ্ণু এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ ও শিল্পায়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এলেঙ্গাস্থ জিটিসিএল কম্প্রেসর ষ্টেশন হতে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ২৪" ব্যাস x ১০০০ পিএসআইজি x ৬২.০৫২ কি.মি. সঞ্চালন লাইন

নির্মাণ, মানিকগঞ্জ হতে ধামরাই পর্যন্ত ২০" ব্যাস x ৩০০ পিএসআইজি x ২২.৭৫২ কি.মি. বিতরণ মেইন লাইন নির্মাণ, ইপিসি ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ১৮টি স্থানে নদী অতিক্রমণ এবং এলেঙ্গাতে ০১ টি আইএমএস, মানিকগঞ্জে ০১ টি সিজিএস ও ধামরাইতে ০১ টি টিবিএস নির্মাণ করত: বিদ্যমান ও নতুন গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহের জন্য ক্যাপাসিটি উন্নয়ন, মিটারিং ব্যবস্থা ও লোড ব্যবস্থাপনা সুবিধাদি প্রবর্তন করা হবে। প্রকল্পের অর্থায়নের প্রকৃতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ডিপিপি পেট্রোবাংলা, জ্বাখসবি এর মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পে জিওবি অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ায় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটিতে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ADB/WB/JICA/NDB-এর অর্থায়ন বিবেচনায় পিডিপিপি প্রণয়নক্রমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল হচ্ছে জানুয়ারি, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭ সাল পর্যন্ত ।

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন প্রকল্প :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর মোড় হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৪-লেন বিশিষ্ট রাস্তা জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ লাইনসমূহ মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তদপ্রেক্ষিতে পাইপ লাইন সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ ৪-লেন বিশিষ্ট মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১৬"- ২০" ব্যাসের ১৯৪ কি.মি. বিতরণ পাইপ লাইন ও ২০"-২৪" ব্যাসের ৩ কি.মি. হেডার নির্মাণ, ইপিসি ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ০৭টি স্থানে নদী অতিক্রমণ, বিদ্যমান গ্রাহকদের পুনঃসংযোগের জন্য ৩/৪"-৮" ব্যাসের প্রায় ১৮ কি.মি. পাইপ লাইন নির্মাণ, ০১টি সিজিএস নির্মাণ ও ০৩টি গ্যাস স্টেশন মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৬৫০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের অর্থায়নের প্রকৃতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ডিপিপি পেট্রোবাংলা, জ্বাখসবি-এর মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পে জিওবি অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ায় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটিতে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ADB/WB/JICA/NDB এর অর্থায়ন বিবেচনায় পিডিপিপি প্রণয়নক্রমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল হচ্ছে জানুয়ারি ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭ সাল পর্যন্ত।

SASEC সড়ক সংযোগ প্রকল্পে ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কে টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন প্রকল্প:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক SASEC সংযোগ সড়ক প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুরের ভোগড়া বাইপাস হতে নাওজুরী, কোনাবাড়ী, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল বাইপাস হয়ে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত বিদ্যমান সড়কটিকে মাঝখানে ডিভাইডারসহ উভয়পার্শ্বে সম্প্রসারণ করে ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণের ফলে কোম্পানির বিদ্যমান বিতরণ লাইনসমূহ মহাসড়কের মাঝামাঝি পড়ে যাওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তদপ্রেক্ষিতে পাইপ লাইন সংক্রান্ত নিরাপত্তা ঝুঁকি, পাইপ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন গ্রাহক সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে গ্রাহক প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা ও গ্রাহক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-টাঙ্গাইল ৪-লেন মহাসড়কের উভয়পার্শ্বে ১৬" ও ২০" ব্যাসের ৫০-১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২২০.০২২ কি.মি. বিতরণ পাইপলাইন, ৩/৪"-৮" ব্যাসের ৭ কি.মি. সার্ভিস লাইন নির্মাণ, ইপিসি ভিত্তিতে এইচডিডি পদ্ধতিতে ২০টি স্থানে নদী অতিক্রমন, এলেঙ্গায় ১টি সিজিএস, চন্দ্রায় ১টি টিবিএস নির্মাণ ও মির্জাপুরে ১টি ডিআরএস মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহককে প্রায় ৩৮০ এমএমসিএফডি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের অর্থায়নের প্রকৃতি নির্ধারণের লক্ষ্যে ডিপিপি পেট্রোবাংলা, জ্বাখসবি-এর মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পে জিওবি অর্থায়নের বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়ায় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটিতে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ADB/WB/JICA/NDB এর অর্থায়ন বিবেচনায় পিডিপিপি প্রণয়নক্রমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল হচ্ছে জানুয়ারি, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭ সাল পর্যন্ত ।

ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনে গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, স্বল্পচাপ সমস্যা নিরসন ও লিকেজ প্রতিরোধকল্পে বিদ্যমান গ্যাস নেটওয়ার্ক প্রতিস্থাপন, উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্কের সমন্বিত GIS নক্সা প্রস্তুতসহ টিজিটিডিসিএল এর বিদ্যমান নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপন প্রকল্প:

তিতাস অধিভুক্ত ঢাকা ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বর্তমান ও ভবিষ্যত গ্রাহকদের গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং স্বল্পচাপ পরিস্থিতি নিরসন, গ্যাস লিকেজজনিত দূর্ঘটনা প্রতিরোধসহ গ্যাস লিকেজজনিত অপচয় রোধ এবং জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৬"-২০" ব্যাসের ৩০০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ৩৬.২০ কি.মি. বিতরণ মেইন লাইন, ৮"-১২" ব্যাসের ১৪০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২৯.১০ কি.মি. বিতরণ লাইন, ৩/৪"-৮" ব্যাসের ৫০ পিএসআইজি চাপের প্রায় ২৭০০.০০ কি.মি. বিতরণ লাইন ও সার্ভিস লাইন নির্মাণ, জিআইএস সার্ভে, ডাটা কালেকশন, ম্যাপিং এবং কোটিং ও র‍্যাপিং ডিফেক্ট আইডেন্টিফিকেশনসহ তিতাস অধিভুক্ত ১৮টি গ্যাস স্টেশন (ঢাকা শহরে ১১টি, নারায়নগঞ্জে ০৫টি এবং গাজীপুরে ০২টি) মডিফিকেশনের মাধ্যমে কোম্পানির গ্যাস বিপণন ও গ্রাহক সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনসহ রক্ষণাবেক্ষণ ও অপারেশন সহজীকরণার্থে কোম্পানির গ্যাস নেটওয়ার্কে SCADA সিস্টেম স্থাপন করা হবে। প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে পিপিডিপি New Development Bank (NDB) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে NDB এর চাহিদানুযায়ী প্রকল্প/কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য/উপাত্ত প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল হচ্ছে জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৮ সাল পর্যন্ত ।

Gas Sector Efficiency Improvement and Carbon abatement [Installation of Smart Prepaid Gas Meter for TGTDCL] প্রকল্প:

কোম্পানির মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহার জনিত অপচয় রোধ, সিস্টেম লস হ্রাস, অগ্রিম বিল আদায় ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় World Bank এর অর্থায়নে তিতাস অধিভুক্ত আবিডি (ময়মনসিংহ), আবিডি (গাজীপুর) ও মেট্রো ঢাকা (উত্তর) এলাকার মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ১১ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল হচ্ছে জানুয়ারি, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৮ সাল পর্যন্ত।

Smart Metering Energy Efficiency Improvement [Installation of Prepaid Gas Meter for TGTDCL] প্রকল্প:

কোম্পানির মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্যাসের ব্যবহার জনিত অপচয় রোধ, সিস্টেম লস হ্রাস, অগ্রিম বিল আদায় ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন প্রকল্পটির সাফল্যের ধারাবাহিকতায় Asian Development Bank এর অর্থায়নে তিতাস অধিভুক্ত আবিডি (নারায়ণগঞ্জ) ও মেট্রো ঢাকা (দক্ষিণ) এলাকার মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের মধ্য থেকে ৬.৫ লক্ষ গ্রাহক নির্বাচন করে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল হচ্ছে জানুয়ারি, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৭ সাল পর্যন্ত।

তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন কার্যক্রম

- কোম্পানির চলমান Web Based Integrated System টি Bangladesh Computer Council (BCC) -এর মাধ্যমে e-gov. Cloud এ Migration হয়েছে এবং বর্তমানে e-gov. Cloud- এ চলমান আছে;
- কোম্পানিতে চলমান ওয়েব বেইজড ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম থেকে মিটারযুক্ত, মিটারবিহীন, বাল্ক সহ সকল শ্রেণির গ্রাহকদের বিল প্রক্রিয়াকরণ ও লেজার সংরক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, জিপিএফ, ঋণ, বোনাস ও অন্যান্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে;
- কোম্পানির মিটার গ্রাহকগণের সকল ধরনের তথ্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ একনজরে দেখার জন্য একটি Dashboard চালু করা হয়েছে;

- মন্ত্রনালয়ের নির্দেশক্রমে কোম্পানির ওয়েব পোর্টাল বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে অন্তর্ভূক্তকরনের লক্ষ্যে পুরাতন domain titasgas.org.bd হতে নতুন domain titasgas.gov.bd তে পরিবর্তিত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন হতে www.titasgas.gov.bd চলমান আছে;
- Google Play Store হতে "তিতাস গ্যাসঃ অভিযোগ ও বিল-পে" App টি মোবাইলে Download ও Install করে কোম্পানির গ্রাহকগণ নগদ, রকেট, বিকাশ এর মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে ও অভিযোগ দাখিল করতে পারেন;
- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ৪১টি ব্যাংকের যে কোন ব্রাঞ্চ থেকে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন এবং কেন্দ্রীয় সার্ভারে গ্রাহক লেজার হালনাগাদ হচ্ছে;
- মিটারযুক্ত ও মিটারবিহীন গ্রাহকরা বর্তমানে রকেট, নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারছেন;
- কোম্পানিতে স্থাপিত নিজস্ব কলসেন্টার এর ১৬৪৯৬ এর নম্বরটি ২৪(চব্বিশ) ঘন্টা চালু থাকে বিধায় যে কোন ব্যক্তি সরাসরি যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারেন অথবা যে কোন বিষয়ে অভিযোগ জানাতে পারেন;
- কোম্পানিতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা গ্রহণ করা হচ্ছে ;
- মাসিক গ্যাস বিলের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণকে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে;
- রেজিস্টার্ড গ্রাহকগণ কোম্পানীর ওয়েব পোর্টাল থেকে তাদের বকেয়া বিলের তথ্যাদি জানতে পারছেন এবং কোন অভিযোগ থাকলে তা অনলাইনে দাখিল করতে পারছেন;
- কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ের ডিভিশন/ডিপার্টমেন্টের নির্বাহী কর্মকর্তাদের নাম, মোবাইল নম্বর, আনুষঙ্গিক তথ্যাদি এবং গ্যাস সংক্রান্ত সচেতনতামূলক তথ্য চিত্র ইত্যাদি প্রধান কার্যালয়ের নিচ তলায় ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শিত হচ্ছে;
- সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাদের বেতন, বোনাস ইত্যাদি তথ্য এসএমএস-এর মাধ্যমে নিয়মিত জানানো হচ্ছে;
- গ্রাহকগণ অনলাইন ব্যাংকিং সুবিধা সম্বলিত ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় সার্ভার হতে Acknowledgement SMS গ্রাহক বরাবর প্রেরণ করা হচ্ছে;
- ইন্টিগ্রেটেড একাউন্টিং সফটওয়ারের মাধ্যমে কোম্পানির বার্ষিক/অর্ধ-বার্ষিক হিসাবসহ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা সহজতর হয়েছে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে হিসাব চূড়ান্ত করা সম্ভব হচ্ছে;
- মিটারযুক্ত ও মিটারবিহীন গ্রাহকগণ পোর্টাল হতে তাদের হালনাগাদ প্রত্যয়ন পত্র প্রিন্ট নিতে পারছেন; এবং
- কোম্পানির ওয়েবসাইট মন্ত্রনালয়ের নির্দেশ অনুসারে হালনাগাদ, পরিমার্জিত ও Update করা হয়েছে।

তিতাস গ্যাস এবং তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

অবৈধ গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত তথ্য

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ/পাইপলাইন অপসারণ :

কোম্পানির উদ্যোগে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও অবৈধ গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স-এর মনিটরিং এবং জেলা ও উপজেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে মোবাইল কোর্ট ও অন্যান্য অভিযান পরিচালনা করে জুলাই' ২০২২ হতে জুন' ২০২৩ পর্যন্ত বকেয়ার কারণে ৪৪,৫৭৬টি, অবৈধ সংযোগের কারণে ২,৮২,৮৫৬টি মোট ৩,২৭,৪৩২টি (বার্ণার ভিত্তিক) আবাসিক সংযোগ এবং অবৈধভাবে সংযোগকৃত ১৬৮টি শিল্প, ২৩২টি বাণিজ্যিক, ৩৯টি ক্যাপটিভ এবং ১০টি সিএনজি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। আলোচ্য অভিযানসমূহে ৩৮৯.৭৭ কি.মি. অবৈধ লাইন অপসারণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অবৈধ গ্যাস সংযোগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য মোট ২৫৬.১৯ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়।

অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ অভিযান

ভিজিল্যান্স ডিভিশনের কার্যক্রম:

গ্যাস কারচুপি ও অবৈধ গ্যাস ব্যবহার রোধকল্পে ভিজিল্যান্স ডিভিশন কর্তৃক শিল্প, সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, বাণিজ্যিক ও আবাসিক শ্রেণির গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন এবং পরিদর্শনকালে কোন অসঙ্গতি পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের লক্ষ্যে বিশেষ পরিদর্শন/সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

গ্যাস সরবরাহ এবং সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নয়নে গৃহীত ব্যবস্থাদি:

বাংলাদেশে বর্তমানে ৬ টি গ্যাস বিপণন কোম্পানি স্ব স্ব আওতাধীন এলাকায় পাইপলাইন নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকের আঙ্গিনায় গ্যাস সরবরাহ করে থাকে। এর মধ্যে তিতাস গ্যাস দেশে মোট উৎপাদিত গ্যাসের প্রায় দুই- তৃতীয়াংশ (৫৫%-৬০%) বিপণন করছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা কর্তৃক কোম্পানির জন্য দৈনিক কম-বেশি ১৬৭৩ মিলিয়ন ঘনফুট বরাদ্দ ছিল। কিন্তু জিটিসিএল কর্তৃক তিতাস নেটওয়ার্ক-এ দৈনিক কম-বেশি ১৫২৭ মিলিয়ন ঘনফুট সরবরাহ করা হয়েছিল। বরাদ্দ থেকেও ১৫০ মিলিয়ন কম ঘনফুট গ্যাস তিতাস নেটওয়ার্ক এ সরবরাহের পরও তিতাস এর বিভিন্ন ডিআরএস, টিবিএস এর মাধ্যমে গ্রাহকদের সার্বক্ষণিক গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে দৈনিক প্রায় ২৩২ এমএমসিএফডি পরিমাণ এলএনজি তিতাস নেটওয়ার্ক এ সরবরাহ করা হয়। ভবিষ্যতে তিতাস নেটওয়ার্ক এ দৈনিক প্রায় ৪০০ এমএমসিএফডি এলএনজি সরবরাহ করা হলে গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের চাপ স্বল্পতা কিছুটা হ্রাস পাবে মর্মে আশা করা যায়।

বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আলোচ্য অর্থবছরে বিপণন ও অপারেশনাল কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি।

গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয় :

কোম্পানির বিপণন ব্যবস্থায় গ্যাসের চাহিদা থাকলেও জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদন ঘাটতি থাকায় পেট্রোবাংলার বরাদ্দ অনুসারে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৪,৯১৩.০০ ও ১৪,৬১৫.০০ মিলিয়ন ঘনমিটার নির্ধারণ করা হয়, যার বিপরীতে প্রকৃত গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫,২৬৫.৩১ ও ১৪,৪৫৯.৪১ মিলিয়ন ঘনমিটার।

বিগত পাঁচ বছরের গ্রাহকভিত্তিক গ্যাস ক্রয়-বিক্রয়ের পরিসংখ্যান প্রদর্শিত হলো :

(এমএমসিএম)

গ্রাহক শ্রেণি	২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১		২০২১-২০২২		২০২২-২০২৩	
	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়	ক্রয়	বিক্রয়
বিদ্যুৎ(সরকারি)	২,৬৪১.৫৯	২,৪৮৩.২৮	২,২৭১.৫৯	২,২২৫.৮৬	১,৯৩৭.৫২	১,৮৯৮.৪৪	১,৬৯০.৭৬	১,৬৫৬.৬৯	৩,৪২১.৫৬	৩,২৮৫.১৫
বিদ্যুৎ (বেসরকারি)	১,৮০৯.৪৪	১,৭১৩.৬৫	২,৫১৩.৬৮	২,৪৬২.৮৩	১,৭২৪.০৫	১,৬৮৯.০৩	১,৫১৪.৬৩	১,৪৮৪.০০	*	*
সার	৪২২.৪৩	৩৯৪.০১	২৬২.০১	২৫৬.৪৯	৩৮১.৬৬	৩৭৩.৭৫	৩১৬.৬৮	৩১০.০৪	২২৮.৭৪	২১৫.৬৮
শিল্প	৪,১৪৩.৮৪	৩,৯০৭.৩৭	৩,৬৮৭.৬৬	৩,৬১৩.৯১	৪,৩৩০.৫৩	৪,২৪৩.৯৮	৪,৫৩৪.৭৪	৪,৪৪৩.৪৩	৪,২৩৯.৪৩	৪,০৭৫.২৬
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৪,৫৪১.৯২	৪,২৮৪.৯৯	৩,৫২৩.৫৫	৩,৪৫৩.০৮	৪,৬৭২.৬৭	৪,৫৭৯.৩০	৪,৮৮৭.৭৭	৪,৭৮৯.৭৯	৪,৫০৪.২১	৪,৩৩০.২৮
সিএনজি	৭৩২.১৫	৬৯১.৫২	৫৮১.৫৪	৫৬৯.৯৩	৫৩২.৪৪	৫২১.৮১	৫৮২.১০	৫৭০.৪৪	৬৯০.৬৫	৬৬৩.১৬
বাণিজ্যিক	১১৫.৫৯	১০৯.০১	৯২.৪৪	৯০.৫৯	৭৮.৫১	৭৬.৯৫	৮০.১৭	৭৮.৫৬	৭৫.৪০	৭২.৪১
আবাসিক	৩,১৬৫.৯১	২,৯৮৩.৭৮	২,৪৮৩.০৬	২,৪৩৪.৭১	২,৫২৫.৪২	২,৪৭৫.০১	২,৩৭১.৪২	২,৩২৩.৯৪	২,১০৫.৩২	১,৮১৭.৪৭
মোট	১৭,৫৭২.৮৯	১৬,৫৬৭.৬১	১৫,৪১৫.৫৫	১৫,১০৭.৪০	১৬,১৮২.৮০	১৫,৮৫৮.২৭	১৫,৯৭৮.২৭	১৫,৬৫৭.২৯	১৫,২৬৫.৩১	১৪,৪৫৯.৪১

** জুলাই ২০২২ সাল থেকে তিতাস গ্যাস বিইআরসি'র আদেশ এবং পেট্রোবাংলার নির্দেশনা অনুযায়ী গ্যাস ব্যবহারের প্রত্যয়ন পত্র তৈরি করছে। এ সময় বিদ্যুৎ (বেসরকারি) গ্রাহক শ্রেণিকে পুনর্বিন্যাস করে বিদ্যুৎ(সরকারি) ও ক্যাপটিভ পাওয়ার এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে।*

আলোচ্য অর্থবছরে ০.২৯ এমএমসিএম গ্যাস নিজস্ব অপারেশনাল কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত মোট বিক্রিত গ্যাসের পরিমাণ ১৪,৪৫৯.৪১ এমএমসিএম হতে নীট ক্রয়কৃত ১৫,২৬৫.৩১ এমএমসিএম (মোট ক্রয়কৃত গ্যাস - নিজস্ব ব্যবহার) বাদ দিয়ে সিস্টেম লস হিসাব করা হয়েছে।

আর্থিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি এখন আলোচ্য অর্থবছরের আর্থিক কর্মকাণ্ডের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের অবগতির জন্য উপস্থাপন করছি:

রাজস্ব ও আদায় :

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানী তার গ্রাহক প্রান্তে মোট ১৪,৪৫৯.৪১ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিক্রয় করে ২৫,৪৮৭.৯৮ কোটি টাকা এবং মিটার ভাড়া, ডিমান্ড চার্জ, Higher heating value ও সারচার্জসহ সর্বমোট ২৬,৩৮৭.১২ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করেছে, যার পরিমাণ ২০২১-২২ অর্থবছরে ছিল ১৮,৩২৭.৩২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৬,৩৮৭.১২ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের বিপরীতে বকেয়া রাজস্বসহ ২২,৩৫৯.৮০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে, যা পাওনার তুলনায় ৪,০২৭.৩২ কোটি টাকা কম।

গ্রাহকভিত্তিক রাজস্ব পাওনা ও আদায়ের তথ্য নিম্নে দেখানো হলো :

(কোটি টাকা)

গ্রাহক শ্রেণি	২০২২-২০২৩			২০২১-২০২২		
	রাজস্ব পাওনা	আদায়	(কম)/বেশী	রাজস্ব পাওনা	আদায়	(কম)/বেশী
বিদ্যুৎ (সরকারি)	২,০০১.৩১	৮৬৩.১৮	(১,১৩৮.১৩)	৬৭০.০৭	৫৯৫.২৭	(৭৪.৮০)
বিদ্যুৎ (বেসরকারি)	৩,০৩৮.২৫	১,৮৪৭.১৬	(১,১৯১.০৮)	২,১৫২.৯০	১,৮৬৪.৩৪	(৩০৬.৫৭)
সার	৪৯৫.৬৮	২৩৫.৬৯	(২৫৯.৯৮)	১৭৮.৮৭	১৫৩.৫২	(২৫.৩৫)
শিল্প	৭,৫২৮.০০	৬,৬৯৯.৯৯	(৮২৮.০১)	৪,৬৮১.৬১	৪,৭৪০.৪৯	৫৮.৮৮
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৭,৪৪৮.৯৭	৬,৮৮৮.৯৭	(৫৬০.০০)	৫,৩৪৪.১৮	৫,৪২৯.৬৮	৮৫.৫০
সিএনজি	২,৩২৬.৪০	২,৩২৬.৭৫	০.৩৫	২,০৬৪.৯৯	২,০২৩.১৯	(৪১.৮০)
বাণিজ্যিক	২১৭.৬৮	২০৪.৪০	(১৩.২৮)	১৭৮.০৫	১৯৮.৮৩	২০.৭৮
আবাসিক	৩,৩৩০.৮৪	৩,২৯৩.৬৬	৩৭.১৮	৩,০৫৬.৬৪	৩,১৮৫.০৬	১২৮.৪২
সর্বমোট	**২৬,৩৮৭.১২**	**২২,৩৫৯.৮০**	**(৪,০২৭.৩২)**	**১৮,৩২৭.৩২**	**১৮,১৭২.৩৯**	**(১৫৪.৯৩)**

আর্থিক ফলাফল :

পূর্ববর্তী অর্থবছরের সঙ্গে তুলনামূলক আর্থিক ফলাফলের একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

(কোটি টাকা)

বিবরণ	২০২২-২০২৩	২০২১-২০২২	(হ্রাস)/বৃদ্ধি
পরিশোধিত মূলধন	৯৮৯.২২	৯৮৯.২২	-
রাজস্ব সঞ্চিতি	৫,৭৪৪.২০	৬,০০৮.২৬	(২৬৪.০৬)
দীর্ঘমেয়াদী দায়	৩,৭৯৫.১২	৩,৩৯৩.৬৭	৪০১.৪৫
চলতি দায়	১৩,৭০০.১১	৭,৯৫৬.৪৫	৫,৭৪৩.৬৬
স্থায়ী সম্পদ (ডব্লিউআইপি সহ)	৬,৫৩১.৩৯	৬,২৬৭.০০	২৬৪.৩৯
চলতি সম্পদ	১৮,০৬১.০৫	১২,৪১৯.৫৯	৫,৬৪১.৪৬
বিক্রয় ও অন্যান্য পরিচালনা আয়	২৬,৫০৮.৮৪	১৮,৩৭০.২৪	৮,১৩৮.৬০
বিক্রিত পণ্যের ক্রয় মূল্য	২৬,৩৫০.৪৮	১৭,৬৫৯.৭০	৮,৬৯০.৭৮
মোট লাভ	১৫৮.৩৬	৭১০.৫৪	(৫৫২.১৮)
প্রশাসনিক খরচ	৬৮১.৪৫	৫২৭.৬৭	১৫৩.৭৮
ট্রান্সমিসন ও ডিষ্ট্রিবিউশন খরচ	১৫.২১	২০.০০	(৪.৭৯)
সুদ খাতে আয় (নীট) ও অপরিচালনা আয়	৩১৪.৭৮	২৩৪.৬৬	৮০.১২
করপূর্ববর্তী মুনাফা/(ক্ষতি)	(১৭৭.৯০)	৩৮৬.৮৬	(৫৬৪.৭৬)
করপরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি)	(১৬৫.১৪)	৩১৮.০২	(৪৮৩.১৬)
শেয়ার প্রতি আয়/(ক্ষতি) (টাকা)	(১.৬৭)	৩.২১	(৪.৮৮)

কোম্পানির ২০২১-২২ অর্থবছরে লভ্যাংশ বাবদ ৯৮.৯২ কোটি টাকা Revenue reserve হতে স্থানান্তর এবং চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে নীট ক্ষতি ১৬৫.১৪ কোটি টাকা Revenue reserve হতে সমন্বয় হওয়ায় সামগ্রিক ভাবে Revenue reserve ২৬৪.০৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ৬,০০৮.২৬ কোটি টাকা থেকে ৫,৭৪৪.২০ কোটি টাকা হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদী দায়ের মধ্যে স্থানীয় ও বৈদেশিক ঋণ ১৪.৮৬ কোটি টাকা, গ্রাহক জামানতের পরিমাণ ৩৩৭.৪১ কোটি টাকা এবং Retirement obligations-এর দায় ৬৪.৭০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, Leave Pay খাতে ২.৭৫ কোটি টাকা ও Deferred Tax Liability খাতে ১২.৭৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে সামগ্রিকভাবে এ খাতে ৪০১.৪৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ হতে গ্যাসের মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্যাস ক্রয়ের বিপরীতে দেনা ৫,৬৮২.৪৬ কোটি টাকা ও অন্যান্য চলতি দেনা ৬১.২০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়ে সামগ্রিকভাবে চলতি দায় মোট ৫,৭৪৩.৬৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি সম্পদ ৫,৬৪১.৪৬ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে Trade receivables খাতে ৪,০২৭.৩২ কোটি টাকা, Advances, Deposits and prepayments খাতে ৫৬৮.১৮ কোটি টাকা, নগদ ও ব্যাংক খাতে ৯২২.৭৬ কোটি টাকা, Inventory খাতে ৯০.৩৫ কোটি টাকা ও অন্যান্য চলতি সম্পদ খাতে ৩২.৮৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, Trade Receivables খাতে ৪,০২৭.৩২ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে bulk Customer (সরকারি বিদ্যুৎ, বেসরকারি বিদ্যুৎ, সার) এর বিপরীতে ২,৫৮৯.১৯ কোটি টাকা এবং Non-bulk Customer (সিএনজি, ক্যাপটিভ পাওয়ার, শিল্প, বাণিজ্যিক, আবাসিক) এর বিপরীতে ১,৪৩৮.১৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, Advances, Deposits and prepayments খাতে ৫৬৮.১৮ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে Advance income tax খাতে ৫৬২.৯৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক বিল পরিশোধকালে এবং ব্যাংক সুদসহ অন্যান্য আয়ের বিপরীতে Advance income tax খাতে ৫৬২.৯৫ কোটি টাকার বিপরীতে আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির নীট ক্ষতি হওয়ায় কোন করদায় সংস্থান করা হয়নি। অতিরিক্ত উৎস কর কর্তনের ফলে কোম্পানির নগদ প্রবাহে (৫৬২.৯৫-০)= ৫৬২.৯৫ কোটি টাকা ঋনাত্বক প্রভাব পড়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে গ্যাস ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৭১২.৯৬ ও ১,১৯৭.৮৮ এমএমসিএম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও বিইআরসি'র আদেশ #২০২২/০৯ এর মাধ্যমে জুন-২০২২ মাস হতে এবং পরবর্তীতে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়- এর এস আর ও নম্বর-১৪-আইন/২০২৩ এর মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি-২০২৩ তারিখ হতে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির কারণে গ্যাস বিক্রয় রাজস্বের পরিমাণ ও গ্যাস ক্রয় খরচের পরিমাণ যথাক্রমে ৮,১৩৮.৬০ ও ৮,৬৯০.৭৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জুন,২০২২ মাস হতে বিতরণ মার্জিন হ্রাস (প্রতি সিএম ০.২৫ টাকা হতে হ্রাস পেয়ে ০.১৩ টাকা নির্ধারণ), জানুয়ারি,২০২৩ থেকে System Loss বৃদ্ধি এবং গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় System Loss এর সাথে বিজড়িত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, সামগ্রিকভাবে মোট লাভ ৭১০.৫৪ কোটি টাকা হতে ৫৫২.১৮ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে ১৫৮.৩৬ কোটি টাকা হয়েছে।

প্রশাসনিক খরচ ১৫৩.৭৮ কোটি টাকা বৃদ্ধির মধ্যে বেতন ও ভাতা খাতে ব্যয় ৪৬.০১ কোটি টাকা, কু-ঋণ সঞ্চিতি বাবদ ৭৫.৭০ কোটি টাকা ও অন্যান্য পরিচালন ব্যয় ৩১.২৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য পরিচালন আয় ৩৭.৫৬ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

স্থায়ী বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী বিনিয়োগের উপর সুদের হার উন্মুক্ত করায় সুদের হার কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় নন অপারেশনাল আয় ২৩৪.৬৬ কোটি টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৪.৭৮ কোটি টাকায় উপনীত হয়েছে। ফলে, নন অপারেশনাল আয় খাতে ৮০.১২ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপর্যুক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য ২০২২-২৩ অর্থবছরে করপূর্ব ক্ষতির পরিমাণ (১৭৭.৯০) কোটি টাকা (২০২১-২২ অর্থবছরে করপূর্ব মুনাফা ছিল ৩৮৬.৮৬ কোটি টাকা) এবং করোত্তর ক্ষতি (১৬৫.১৪) কোটি টাকা (২০২১-২২ অর্থবছরে করোত্তর মুনাফা ছিল ৩১৮.০২ কোটি টাকা) । ফলে, বিগত বছরের শেয়ার প্রতি আয় ৩.২১ টাকা হতে হ্রাস পেয়ে আলোচ্য অর্থবছরে শেয়ার প্রতি ক্ষতি (১.৬৭) টাকা হয়েছে।

কর পূর্ব ও কর পরবর্তী নিট মুনাফা :

২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানির করপূর্ববর্তী ও করপরবর্তী ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে (১৭৭.৯০) কোটি টাকা ও (১৬৫.১৪) কোটি টাকা। গত অর্থবছরে করপূর্ববর্তী ও করপরবর্তী মুনাফার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৮৬.৮৬ কোটি টাকা ও ৩১৮.০২ কোটি টাকা। আলোচ্য অর্থবছরে শেয়ার প্রতি ক্ষতি (১.৬৭) টাকা। গত অর্থবছরে শেয়ার প্রতি আয় ছিল ৩.২১ টাকা।

লভ্যাংশ :

কোম্পানির ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ৫% নগদ লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১০.০০ টাকা মূল্যমানের প্রতিটি শেয়ারের বিপরীতে ঘোষিত লভ্যাংশের পরিমাণ ০.৫০ টাকা।

আর্থিক বিবরণীর উপর নিরীক্ষকের মন্তব্য :

a. Long-term liabilities as disclosed in (Note # 24) to the financial statements include customers' security deposit of Tk. 2,947.65 crore as on 30 June 2023. The Head Office of the Company maintains control ledgers with the information received from zone offices. But during our audit at zone /RSO offices we found some differences which yet to be reconciled.

b. Due to delay in payment of bills by the bulk customers the Company calculates and charges penal interest on the bill amounts of the respective customers. As such a total amount of Tk. 129.62 crore has been recognized as interest income up to 30 June 2023 and included in Trade Receivables shown in (Note# 11). On the other hand, the Company accounted for meter rent and demand charges on its customer namely, PDB for Tk 187.89 & EGCB Demand charges for Tk. 21.69 crore up to the year 2022-23. Further, the Company accounted for another income of Higher Heating Value (HHV) from its Private Power customers amounting to Tk. 38.84 crore up to the year 2022-23. The Company has been recognizing these income and receivables since the year 2002. Out of the said aggregated amount of Tk. 378.04 crore, there is no realization till date. On a query we came to know that the said customers are not interested to pay such penal interest as well as meter rent, demand charges and high heating value which remain unrealized for long. As a result, there is a substantial doubt as regards realization of the said penal interest, meter rent and high heating value receivable which require full provision in the accounts.

c. Receivable from Encashment of FDR (Note# 14) for Tk 58.61 crore as disclosed in investment in Fixed Deposit Receipt (FDR) with Padma Bank Limited (formerly known as "The Farmers Bank Limited"). Because of weak credit worthiness of the said bank there is a substantial doubt as regards realization of the said investment which require full provision in the accounts. But necessary provision in this regard has not been made in the accounts.

d. The carrying amount of inventories as shown in the statement of financial position as on 30 June 2023 is Tk. 299.13 crore. But the accounting policies of the Company state that inventories are valued at cost which is a non-compliance with International Accounting Standard (IAS) 2: Inventories. IAS 2 requires valuation of inventories at the lower of cost and net realizable value. Physical verification of inventories done at 30 June 2013 identified dead stock worth Tk. 10.44 crore and obsolete stock worth Tk. 3.33 crore by the inventory committee at that time. But the Company did not make any adjustment in the accounts for the said items. Further, the Company conducted physical verification of inventories as on 30 June 2023. It identified huge quantities of dead and obsolete items but could not determine the value of such inventories. As a result, the value of inventories as on 30 June 2023 may include huge quantities of dead and obsolete items which could not be quantified thereof due to lack of information. Thus, the carrying amount of inventories of the Company as on 30 June 2023 appears to be overstated.

e. As per subsidiary loan agreement (SLA) between the Government of the Republic of Bangladesh and Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited (TGTDCL), the Company has received Tk. 24.78 crore as equity and recognized it as share money deposit. As per Gazette Notification No. 146/FRC/Adm./SRO/2020/01 dated 02 March 2020 by Financial Reporting Council (FRC), the capital received as share money deposit or whatever the name which is included in the Equity part of any company that cannot be refunded and the said amount shall be converted into share capital within 06 (six) months from the date of such receipt. Further, such share money deposit shall be considered in calculation of Earnings per share. However, the outstanding amount of such share money deposit stands at Tk. 282.74 crore as at 30 June 2023. But the company has not converted this Share Money Deposit into the share capital of the company as per the instruction given by FRC.

f. According to Tax Law 2023, Section-89 Rule-03 Customers deducted Advance Income Tax (AIT) against gas bill of Titas gas and then deposited the money in favour of NBR. According to the law, the entire amount of the gas

bill is considered for tax deduction, even though Titas Gas's income consists primarily of the distribution margin and other minor sources of income such as demand charges and meter rent, which make up a small portion of the total bill. Starting from the assessment year 2015-16 (FY 2014-15), a significant disparity has emerged between the Advance Income Tax deposited and the actual Tax Liability owed and from the assessment year 2015-16 to 2023-24, an excess amount of Taka 2,239.46 crore has been deposited to NBR over the tax. That's why Company fall in liquidity crises-tremendously.They should take initiative to settle the AIT issue with NBR.

Emphasis of Matter:

Attention to be given to the Note # 15 Cash & Cash Equivalent in to the financial statement as on 30 June 2023 out of 89 collection accounts 47 numbers of collection accounts yet to be reconciled by removing bug problems in software.

নিরীক্ষকের উপর্যুক্ত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে কোম্পানির বক্তব্য:

(a) গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী অনুযায়ী গ্রাহক কর্তৃক জমাকৃত নগদ জামানত জাবেদার মাধ্যমে হিসাব বিভাগের সাধারণ খতিয়ানে হিসাবভুক্ত করা হয়। ৩০-০৬-২০২৩ তারিখে নগদ জামানতের সাধারণ খতিয়ানের জের ২,৯৪৭.৬৫ কোটি টাকা। বর্ণিত নগদ জামানতের বিপরীতে বাল্ক গ্রাহকের গ্রাহক ওয়ারী জামানত শিডিউল ২৪৪.০৮ কোটি টাকা মিলকরণ আছে। অবশিষ্ট নন-বাল্ক গ্রাহকদের নগদ জামানত ২,৭০৩.৫৭ (২,৯৪৭.৬৫- ২৪৪.০৮) কোটি টাকার বিপরীতে জোন ও জোবিঅ সমূহের জামানত সিডিউল এর জের ২,৫৩৪.৭১ কোটি টাকা। ফলে, হিসাব বিভাগে রক্ষিত সাধারণ খতিয়ানের সাথে জোন ও জোবিঅসমূহের জামানত সিডিউল ১৬৮.৮৬ কোটি টাকা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্ণিত পার্থক্য মিলকরণের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(b) আলোচ্য পর্যবেক্ষণে বিদ্যুৎ ও সার শ্রেণির গ্রাহকের নিকট সুদ বাবদ পাওনা ১২৯.৬২ কোটি টাকা, পিডিবি'র নিকট ডিমান্ড চার্জ, সার্ভিস চার্জ/মিটার রেন্ট/আরএমএস রেন্ট বাবদ ১৮৭.৮৯ কোটি টাকা, ইজিসিবি'র নিকট ডিমান্ড চার্জ বাবদ ২১.৬৯ কোটি টাকা ও উচ্চতাপন মূল্য (HHV) বাবদ ৩৮.৮৪ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ৩৭৮.০৪ কোটি টাকা উল্লেখ করা হয়েছে। পিডিবি, বিসিআইসি, ইজিসিবি ও পাওয়ার প্রাইভেট গ্রাহকদের নিকট উল্লিখিত পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে পত্র যোগাযোগ, টেলিফোনে এবং ব্যক্তিগতভাবে তাগাদা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়-এর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(c) কোম্পানির কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত পদ্মা ব্যাংক (পূর্বতন ফার্মার্স ব্যাংক লিমিটেড) এ স্থায়ী আমানত হিসাবে মোট ৫৩.০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। এর ব্যালেন্স ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত সুদসহ ৫৮.৬১ কোটি টাকা। ব্যাংক হতে বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে ২৮-০১-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭৯০ তম বোর্ড সভায় রূপরেখাটি নিম্নরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড (প্রাক্তন ফার্মার্স ব্যাংক লিমিটেড)-এ ০৫ (পাঁচ) টি শাখায় স্থায়ী আমানত হিসাবে বিনিয়োগকৃত অর্থ নগদায়ন ও অর্জিত সুদ আদায়ের বিষয়ে অবহিত হয় এবং পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানিসমূহের পক্ষে পদ্মা ব্যাংক লি. (প্রাক্তন ফার্মার্স ব্যাংক লিমিটেড)-এ রক্ষিত স্থায়ী আমানতসমূহের বিপরীতে পাওনাদি আদায়ের লক্ষ্যে পেট্রোবাংলা হতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।"

পরিচালনা পর্ষদের ৭৯০ তম সভার সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার জন্য, পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) বরাবর একাধিক চিঠি পাঠানো হয় (রেফারেন্স নং ২৮.১৩.০০০০.৩৪৯.১৮.০০২.২১.১৯; ২৮.১৩.০০০০.৩৪৯.১৮.২১.৬০ এবং ২৮.১৩.০০০০.৩৪৯.১৮.০০২.২১.১৯১ যথাক্রমে ১৬-০৩-২০২১, ২৪-০৫-২০২১ এবং ২৫-১০-২-২১ তারিখে)। এ বিষয়ে পদ্মা ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর স্থায়ী আমানত নগদায়নের জন্য পুনরায় তাগাদাপত্র পাঠানো হয় (রেফারেন্স নং ২৮.১৩.০০০০.৩৪৯.৮১৬; তারিখ: ১২-০৩-২০২৩ এবং ২৮.১৩.০০০০.৩৪৯.৩৬.০০২.২২.১৯৪, তারিখ: ১৩-০৭-২০২৩) ।

(d) প্রশাসন বিভাগের স্মারকলিপি সূত্র নং- প্রশাসন/ইনকো এন্ড কমিটি/২০০২/০৪/১৪/১৬০/১৪৬১, তারিখঃ ২৪/০২/২০১৪ এর মাধ্যমে গঠিত কমিটি ব্যবহার ৯৮১৫ আইটেমের অনুপযোগী মালামালের ০১ (এক) টি তালিকা ৩নং প্রস্তুত করতঃ Book Value (১০.৪৪ কোটি টাকা) বিবেচনায় প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারনপূর্বক (Write Off) করার জন্য সুপারিশ করেন।

সংশ্লিষ্ট তালিকায় বর্ণিত ৯,৮১৫ টি বিভিন্ন ধরনের ম্যাটারিয়ালস এর Book Value (১০.৪৪ কোটি) টাকা পুনঃ যাচাই বাছাই

করার জন্য স্মারকলিপি সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.১৯.৩৬৪/৪০৬, তারিখ: ৫/১১/২০১৯ এর মাধ্যমে ১টি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে স্মারকলিপি সংশোধন সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০৪৯.২১.৭৫, তারিখঃ ২৪/০৫/২০২১ এর মাধ্যমে পুনরায় (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি মত প্রকাশ করে যে, ৩নং তালিকায় বর্ণিত মালামালগুলোর Consumable Item এবং Long Term Asset দুটির আওতায় থাকলেও সবগুলোর ক্ষেত্রে Current Asset বিবেচনা করে Depreciation/অবচয় মূল্য ধরা হয়নি। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত কমিটি বর্তমান বাজার দর বিবেচনায় Book Value মূল্য ১০.৪৪ কোটি টাকা এর স্থলে প্রাক্কলিত (আনুমানিক) মূল্য ১,৬৪,৫৮,১১৪.৮০ (এক কোটি চৌষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার একশত চৌদ্দ দশমিক আশি) টাকা নির্ধারনপূর্বক Write Off ঘোষণা করার সুপারিশ করেন।

স্মারকলিপি সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.২২.৮৮, তারিখঃ ২২/০২/২০২২ এ যন্ত্রপাতি অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তি নীতিমালা ২০১৯ অনুযায়ী ২ (দুই) জন বহিঃ সদস্যের সমন্বয়ে ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ভান্ডারে রক্ষিত Dead Stock মালামালসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং উক্ত কমিটির বহিঃ সদস্য জনাব মো. হারুন ভূইয়া, উপমহাব্যবস্থাপক (অনুসন্ধান ও সমীক্ষা প্রকল্প) পেট্রোবাংলা, মালামালগুলোর গ্রুপভিত্তিক পৃথকীকরনের মাধ্যমে একক ও সমষ্টিক ওজন নির্ধারন ও মালামালের একক মূল্য ও সামষ্টিকভাবে মূল্য নির্ধারন করার জন্য একটি উপ-কমিটি করার প্রস্তাব উপস্থাপন করেন এবং প্রস্তাবটি কমিটির কার্যপত্রে গৃহীত হয়। সে মোতাবেক স্মারকলিপি সূত্র নং-২৮.১৩.০০০০.০৪৫.২৭.০০১.২২.৫১২, তারিখ: ১২/০৯/২০২২ অনুযায়ী ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত উপ-কমিটি গত ১৮/০৯/২০২২ তারিখ উপস্থিত হয়ে ডেমরাস্থ ভান্ডারে অকেজো মালামালগুলো সরজমিনে পরিদর্শনপূর্বক গ্রুপভিত্তিক (লোহা জাতীয় আইটেম, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, রাবার আইটেম, ঝালাই আইটেম, গ্যাসকিট, বয়লার আইটেম ও অন্যান্য মালামাল) পৃথকীকরণের জন্য কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর ৯৮১৫ টি অনুপযোগী মালামালের বিপরীতে Write Off এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(e) Deposit for Share Money হিসাবে ৩০/০৬/২০২৩ পর্যন্ত ২৮২.৭৪ কোটি টাকা কোম্পানিতে জমা রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে উক্ত টাকা GoB হতে Equity হিসাবে প্রাপ্ত। প্রতি বৎসরই কিছু অর্থ এই তহবিলে যোগ হয়। FRC এর নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত অর্থ Paid Up Capital এ স্থানান্তর করে শেয়ার-এ রুপান্তর করার বিষয়ে একাধিকবার অর্থ মন্ত্রণালয় ও FRC এর সাথে আলোচনা/সভা হয়েছে। সম্প্রতি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৮ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে স্মারক নং-০৭.০০.০০০০.১৪১.৯৯.০০৫.২২.৭১ এর মাধ্যমে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর সরকারি ইক্যুইটির শেয়ার মানি ডিপোজিট এর বিপরীতে অর্থ বছর শেষ হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে Irredeemable Non-cumulative Preference Share ইস্যু করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী Deposit for Share Money বাবদ প্রাপ্ত উক্ত অর্থ Irredeemable Preference Share এ রুপান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উল্লেখ্য, তিতাস গ্যাস পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত কোম্পানি হওয়ায় এবং ২৫% শেয়ার সাধারন বিনিয়োগকারীদের নিকট থাকার একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তের আলোকে এই ২৮২.৭৪ কোটি টাকার বিনিময়ে সরকারকে শেয়ার প্রদান করতে হবে।'

(f) তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড-এর উৎসে আয়কর কর্তনের পরিমাণ বেশি হওয়ায় তা সমাধানের জন্য কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

গ্যাস বিলের উপর উৎসে আয়কর কর্তনের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর ৮০২ তম এবং ৮২৮ তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। পরিচালকমন্ডলীর সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পেট্রোবাংলা বরাবর পত্র প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে বিগত ১৭/০৮/২০২২ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব(অপারেশন), জনাব মো. জাকির হোসেন-এর সভাপতিত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৭/০২/২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, এ কোম্পানি বিভিন্ন তারিখে/ সময়ে মাননীয় চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মাননীয় সদস্য (করনীতি) বরাবর উৎসে কর্তিত আয়কর বাবদ জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান এবং আয়কর কর্তনের হার পুন:নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে পত্র প্রেরণ করেছে। এছাড়া, কোম্পানির আয়কর উপদেষ্টার মাধ্যমে একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। গ্যাস বিলের উপর উৎসে কর্তনকৃত অর্থ ফেরত প্রদান এবং উৎসে কর হার হ্রাস করণের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-এর নিকট বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষকের Emphasis of Matter-এর প্রেক্ষিতে কোম্পানির বক্তব্য :

কোম্পানির মিটারযুক্ত (শিল্প, ক্যাপটিভ, সিএনজি, বাণিজ্যিক ও মিটারযুক্ত আবাসিক) ও মিটারবিহীন আবাসিক গ্রাহকদের গ্যাস বিল অন-লাইন পদ্ধতিতে ৪০টি ব্যাংক ও ৩টি এমএফএস এর মাধ্যমে মোট ৯১টি আদায়করণ হিসাব ও ৪০টি মাদার হিসাবের মাধ্যমে আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে, মিটারযুক্ত গ্রাহকের গ্যাস বিল আদায়করণ হিসাব ও মাদার হিসাব মিলকরণ করা হয়েছে। মিটারবিহীন গ্রাহকের গ্যস বিল আদায়করণ হিসাবসমূহ (৪৭টি) মিলকরণকালে দেখা যায় যে, কম্পিউটার বিলিং সটফওয়্যারে কিছু বাগ (Bug) রয়েছে, যার কারণে যথাসময়ে ব্যাংক হিসাবসমূহ মিলকরণ করা সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে সটফওয়্যারে বাগসমূহ (Bug) চিহ্নিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আইসিটি ডিভিশনের সহায়তায় বর্ণিত ৪৭টি ব্যাংক হিসাব মিলকরণ কাজ চলমান রয়েছে, যা অতি শীঘ্রই মিলকরণ করা সম্ভব হবে।

অস্বাভাবিক লাভ/ক্ষতি :

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির কোন মূলধনী আয়/ব্যয় নেই।

সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে সম্পাদিত কার্যাদি :

চলতি অর্থবছরে কোম্পানির স্বাভাবিক কার্যাবলীর অংশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সাথে বহুবিধ লেনদেন সম্পন্ন করে।

নিম্নে IAS- 24 অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পক্ষের নাম এবং তাদের সাথে সম্পাদিত লেনদেন সমূহের প্রকৃতির একটি বিবরণী উপস্থাপন করা হলো:

(কোটি টাকায়)

পার্টির নাম	সম্পর্ক	লেনদেনের প্রকৃতি	চলতি অর্থবছরে নীট লেনদেন	৩০-০৬-২৩ তারিখের (দেনা)/পাওনা	৩০-০৬-২২ তারিখের (দেনা)/পাওনা
পেট্রোবাংলা	নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ	-	(৫,৩৪৩)	(৭,১৮৭)	(১,৮৪৪)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	(২)	(২৩)	(২১)
বিজিএফসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	(১১)	(৭১)	(৬০)
আরপিজিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ক্রয়	(১)	(৪)	(২)
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	গ্যাস ট্রান্সমিশন	(৬৫)	(১৭৭)	(১১২)
বাপেক্স	আন্তঃ কোম্পানি	আন্তঃ কোম্পানি লোন	(১৩)	৭২	৮৫
জিটিসিএল	আন্তঃ কোম্পানি	আন্তঃ কোম্পানি লোন	(১১৪)	৮০০	৯১৪
	মোট		(৫,৫৪৮)	(৬,৫৮৯)	(১,০৪০)

পরিচালকমণ্ডলীর সম্মানীভাতা :

কোম্পানি বোর্ডের পরিচালকমণ্ডলী'কে বোর্ড সভায় উপস্থিতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

সরকারি কোষাগারে অর্থ প্রদান :

কোম্পানি মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে লভ্যাংশ প্রদান ছাড়াও সরকারি কোষাগারে নিয়মিত শুল্ক, কর পরিশোধ করে জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানি ৭০৬.৯২ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে প্রদান করেছে।

বিগত পাঁচ বছরে সরকারি কোষাগারে তিতাস গ্যাসের আর্থিক অবদানের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(কোটি টাকা)

খাত	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
লভ্যাংশ	১৮৫.৪৮	১৯২.৮৯	১৯২.৮৯	১৬৩.২২	৭৪.১৯
কর্পোরেট আয়কর	৩৬২.৬০	৩৯৫.৮১	৪৪০.৮৯	৪৪২.১৩	৫৬২.৯৫
ডিএসএল	২৫.৭৪	১০.৪৭	১০.১৭	৮.৬৭	২৬.৬৯
আমদানী শুল্ক ও মূসক	১৮.৭৩	৯.৭৪	১১.৬৮	২৬.৮৩	৪৩.০৯
মোট	**৫৯২.৫৫**	**৬০৮.৯১**	**৬৫৫.৬৩**	**৬৪০.৮৫**	**৭০৬.৯২**

Titas Gas Transmission and Distribution Company Limited

Comparative Significant Financial Information

As on 30 June 2023

Particulars	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Key financial figures					
1. Authorized Capital	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2. Paid up capital	989.22	989.22	989.22	989.22	989.22
3. Deposit for share	151.21	178.49	205.79	257.98	282.75
4. Capital Reserve	80.95	80.88	80.96	81.01	81.04
5. Revenue Reserve	5,710.95	5,813.57	5,907.87	6,008.26	5,744.20
6. Long term loan	258.01	290.40	322.68	390.07	404.93
7. Other long term liabilities	2,391.56	2,420.16	2,633.61	3,003.60	3,390.19
8. Current liabilities	7,118.41	8,286.87	7,919.81	7,956.45	13,700.11
9. Property, Plant & Equipment (at cost less Depreciation)	1,086.62	1,046.70	979.19	977.52	958.36
10. Capital Work in progress	378.81	447.29	529.03	690.41	717.43
11. Investments	4,424.79	2,864.43	2,380.87	3,311.29	3,609.32
12. Inter-Company Loan	977.78	1,193.72	1,123.25	998.47	910.21
13. Loan to Employees	265.39	321.71	314.88	289.31	336.08
14. Current assets	9,308.93	12,185.75	12,732.79	12,419.59	18,061.05
15. Net profit before tax	626.63	504.61	433.15	386.86	(177.90)
16. Net profit after tax	464.46	359.81	345.98	318.02	(165.14)
17. Financial ratios & others:					
a. Current ratio	1.31:1	1.47:1	1.61:1	1.56:1	1.32:1
b. Liquidity ratio	0.77:1	0.95:1	1.01:1	0.92:1	0.90:1
c. Return on Fixed Assets (%)	55.19	34.12	34.57	32.63	(16.77)
d. Debt equity ratio	4.96	04.96	04.96	05:95	05:95
e. Debt service ratio	45.10:1	35.94:1	35.27:1	30.11:1	(1.94):1
f. Return on capital employed (%)	6.46	4.80	4.61	4.12	(2.20)
g. Earnings Per Share (Taka)	4.70	3.64	3.50	3.21	(1.67)
h. Dividend:					
Cash (%)	26%	26%	22%	10%	5%
Stock (%)	-	-	-	-	-

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

কোম্পানির সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে দৃঢ় ও সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর। গ্যাস সেক্টরের অগ্রদূত ও অন্যতম প্রধান বিপণন কোম্পানি হিসেবে তিতাস গ্যাস উন্নততর গ্রাহকসেবা প্রদানের গুরুত্ব অনুধাবন করে আগষ্ট ২০০৬-এ কোম্পানিতে একটি সংশোধিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রবর্তন করে। এছাড়া, কোম্পানিতে কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা-২০০৮ প্রবর্তন, তিতাস গ্যাস শিক্ষাবৃত্তি নীতিমালা ২০১৫, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের পদোন্নতি যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য পদোন্নতির মানদণ্ড ও নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ঋণ/অগ্রিম প্রদানার্থে গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয়/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ নীতিমালা-২০২২, এমপ্লয়ীজ ভ্রমণভাতা প্রবিধানমালা-২০১২ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ নীতিমালা-২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানির প্রশাসনিক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

জনশক্তি:

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০০৬ (পরবর্তীতে আংশিক সংশোধিত) অনুযায়ী মোট জনবল ৩,৭৩৬ জনের মধ্যে কর্মকর্তার সংখ্যা ১,২৪৩ জন এবং কর্মচারীর সংখ্যা ২৪৯৩ জন। সংস্থানকৃত মোট জনবলের মধ্যে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৯৬৭ জন কর্মকর্তা এবং ৯৫৪ জন কর্মচারী অর্থাৎ, মোট ১৯২১ জন কর্মরত ছিলেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫৩ জন কর্মকর্তা ও ৫৫ জন কর্মচারী স্বাভাবিক অবসর এবং ০৩ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৯ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কর্মচারী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। আলোচ্য অর্থবছরে ০৪ জন কর্মকর্তা ও ০৮ জন কর্মচারীসহ মোট ১২ জন মৃত্যুবরণ করেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭৩ জন কর্মকর্তা ও ১১৭ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে এবং ৪৪ জন কর্মচারীকে উচ্চতর গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের ভিশন ও মিশন অর্জন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ অনস্বীকার্য। সরকারের রুপকল্প স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ই-সফটওয়্যার-এর আওতাধীন এইচ.আর মডিউল-এ অন্তর্ভূক্তকরণ ও ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। কোম্পানির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এবং নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

নং	বিষয়	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা
১	কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত (সাধারণ, হিসাব ও কারিগরি) ইন-হাউজ/স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	৬১ টি	৭০৫ জন
২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, ইনোভেশন সংক্রান্ত, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংক্রান্ত ইন-হাউজ/স্থানীয় প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা	২৪ টি	৬১৮ জন
৩	ইন্টার্ণশীপ	১৯ টি	১৯ জন
	মোট:	**১০৪ টি**	**১৩৪২ জন**

জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য:

নং	কর্মকর্তা/কর্মচারী	নিয়োগের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	কর্মকর্তা	৪৮	৯ম ও ১০ম গ্রেডের কারিগরী হিসাব ও সাধারণ পদালী
২.	কর্মচারী	০৩	-
৩.	আউটসোর্সিং কর্মচারী	৫১	-

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক কর্মচারী সম্পর্ক:

কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক/কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক সন্তোষজনক। কোম্পানিতে বর্তমানে তিতাস গ্যাস কর্মচারী ইউনিয়ন (রেজিস্ট্রেশন নং: বি-১১৯৩) সিবিএ-এর প্রতিনিধিত্ব করছে। সিবিএ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন, সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, অবৈধ উচ্ছেদ ও বকেয়া আদায়সহ সকল ক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ফলশ্রুতিতে শ্রমিক/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সুদৃঢ় হচ্ছে। এছাড়া, ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবসে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ যৌথভাবে নানা ধরনের সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

শিক্ষা কার্যক্রমঃ

১৯৮৭ সালে কোম্পানির উদ্যোগে ঢাকার ডেমরায় তিতাস গ্যাস আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ফলে, কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানসহ স্থানীয় অধিবাসীদের সন্তানরাও মানসম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বিদ্যালয় ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষাসহ এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করে আসছে। ২০২২ সালে মোট ৮৩ জন ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৩৯ জন জিপিএ ৫.০০, ৪৩ জন জিপিএ ৪.০০ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। পাশের/উত্তীর্ণের হার ৯৯%।

কল্যাণমূলক কার্যক্রম :

মানবিক মূল্যবোধের উজ্জীবন, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক উন্নয়ন, পারস্পরিক সমঝোতা, বিশ্বাস, আস্থা ও আনুগত্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানি বিভিন্ন প্রণোদনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানি আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও বিনোদনমূলক নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

শিক্ষাবৃত্তি :

কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সন্তানদের মধ্যে যারা প্রাথমিক, জুনিয়র, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়, তাদেরকে প্রতিবছর “ তিতাস গ্যাস শিক্ষাবৃত্তি ও আর্থিক সহায়তা” কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ম শ্রেণিতে ৪৪ জন, ৮ম শ্রেণিতে ৪৬ জন, এসএসসি ও সমমান-এ ১০০ জন, এইচএসসি ও সমমান-এ ৬৬ জন এবং স্নাতক/স্নাতক (সম্মান)/ স্নাতকোত্তর-এ ২৯ জনসহ সর্বমোট ২৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন গ্রেডে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ প্রদান কর্মসূচী :

কোম্পানির বাজেটে আর্থিক সংস্থানের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট ক্রয়, গৃহ নির্মাণ/ সমন্বয় (গৃহ নির্মাণ ও গৃহ সংস্কার) ও মোটর সাইকেল ক্রয় ঋণ এবং তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণে অনুসৃত সরকারি নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ঋণসহ সর্বমোট ১৪৯,১৭,৭২,০০০/- (একশত উনপঞ্চাশ কোটি সতের লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠান :

২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ০৪ জন কর্মকর্তা এবং ০৮ জন কর্মচারীর প্রত্যেকের পরিবারকে দাফন-কাফনের জন্য ৩০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা হিসাবে সর্বমোট ৩,৬০,০০০/- (তিন লক্ষ ষাট হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিতে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী ১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রত্যেক পরিবারকে এককালীন ৮.০০ লক্ষ টাকা হারে সর্বমোট ৯৬,০০,০০০/- (ছিয়ানব্বই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

হয়েছে। এছাড়া, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত জনাব শামীমা আক্তার, উপসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়'কে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, জনাব এসএএফ নাজমুল আহসান হায়দার, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এসজিএফএল)'কে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি'কে ইন্সটিটিউট অব এগ্রিকালচারাল ইকোনোমিক্স বাংলাদেশ (IAEB) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল:

শুদ্ধাচার চর্চায় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকৌ. আবু সাদাৎ মো. সায়েম (০১০০৫), ব্যবস্থাপক, জোনাল বিপণন অফিস-আশুলিয়া, আঞ্চলিক বিপণন বিভাগ- সাভার ও জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল (০১৪২৫) ব্যবস্থাপক, কর্পোরেট হিসাব শাখা, হিসাব বিভাগ (গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯ ভূক্ত ক্যাটাগরিতে, যৌথভাবে ২ জন) ; জনাব আবু সালেহ আল ফারাবী (০১৭৪৭), সহকারী কর্মকর্তা, পার্সোনেল শাখা, সংস্থাপন বিভাগ ও জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (৯২২২), প্রকর্মী, জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ শাখা- দক্ষিণ, জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগ (গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬ ভূক্ত ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে-২জন) ; এবং জনাব মো. আব্বাস আলী (০৯৫৫৮), সাহায্যকারী, জোবিঅ-ময়মনসিংহ, আবিবি-বিআর ও জনাব প্রদীপ বিশ্বাস (০৯৭৪৭), পরিচ্ছন্নকর্মী, জোবিঅ-সোনারগাঁও, আবিবি-সোনারগাঁও (গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভূক্ত ক্যাটাগরিতে যৌথভাবে ২জন)-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, কোম্পানির স্টেক হোল্ডার/অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় শুদ্ধাচার কার্যক্রমের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেয়াল ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বিলি করা হয়েছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি :

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি: সরকার গণখাতে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়নের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Government Performance Management System) প্রবর্তন করে। এর আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সাথে পেট্রোবাংলার এবং পেট্রোবাংলার সাথে এর আওতাধীন সকল কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রতিবছর সম্পাদিত হয়। এ লক্ষ্যে উক্ত চুক্তি সঠিকভাবে প্রণয়ন এবং কোম্পানির সাথে যোগাযোগের নিমিত্ত কোম্পানি হতে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে পেট্রোবাংলার সাথে তিতাস গ্যাস টি এন্ড ডি কোম্পানী লি.

এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে এবং তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ২১ জুন, ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের মধ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ইনোভেশন কার্যক্রম :

কোম্পানির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন সংহতকরন, কাজে গতিশীলতা আনয়ন, নাগরিক সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন এবং জনবলের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানিতে একটি ইনোভেশন কমিটি রয়েছে। কোম্পানির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উল্লিখিত কমিটি ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উদ্ভাবনী কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কোম্পানিতে ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ও জাতীয় তথ্য বাতায়ন যথাসময়ে হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়া, জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে ০২টি কর্মশালা ও উদ্ভাবন বিষয়ে ০৪টি ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু, বর্ণিত কর্মপরিকল্পনামতে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়নের আওতায় "১০০% বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে শুধুমাত্র খেলাপী মিটার বিহীন আবাসিক গ্রাহকের পুনঃ সংযোগ প্রক্রিয়া" সহজীকরন করা হয়েছে। ফলে, শুধুমাত্র খেলাপী মিটারবিহীন গ্রাহকগণের ১০০% বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে পুনঃ সংযোগ প্রক্রিয়া ২৩ ধাপ বা ২৩ দিন হতে কমিয়ে ৮ ধাপে বা ৮ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে, আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সার্বিকভাবে সময়, ব্যয় ও ভিজিট হ্রাস পাচ্ছে এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নীতসহ কোম্পানির সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম :

পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোম্পানির গ্যাস পাইপলাইন, স্টেশন ও বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও পরিবেশগত কার্যক্রম এবং সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত জনবলের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :

স্বাস্থ্যঃ

সরকারি ঘোষণা মোতাবেক নির্ধারিত হারে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা প্রদান করা হয়। কোম্পানির চিকিৎসকগণ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন।

পরিবেশঃ

বৈশ্বিক উষ্ণতা সূচকে বাতাসে প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন)-এর নিঃসরণ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর তুলনায় ২৩গুণ বেশি ক্ষতি করে। প্রাকৃতিক গ্যাস নিঃসরণ এর ক্ষতিকর দিক বিবেচনায় এবং গ্যাসের অপচয় রোধে সিস্টেম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সময় বাতাসে গ্যাস নিঃসরণের পরিমান ন্যূনতম রাখা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় তিতাস গ্যাসের কর্মকান্ড যেন পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলে সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে। বিদ্যমান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, বাড়ি-ঘর, গাছ-পালা, মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান প্রভৃতির ন্যূনতম ক্ষতিও যেন এড়ানো সম্ভব হয় তা বিবেচনা করে গ্যাস পাইপলাইনের রুট নির্ধারণ করা হচ্ছে। কোম্পানির নিজস্ব স্থাপনাসমূহের খোলা জায়গায় সৌন্দর্য বর্ধনে গাছের চারা রোপন এবং রোপিত চারা গাছের নিয়মিত পরিচর্যা করা হচ্ছে। যে সকল গ্যাস স্টেশন হতে কনডেনসেট সংগ্রহ করা হয়, কনডেনসেট সংগ্রহ ও পরিবহনকালে স্পিলেজ প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। অডোরেন্ট চার্জ কালীন সময়ে বাতাসে এর নিঃসরণ যেন না হয় তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে। ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ নির্মাণ বা স্থাপন/পুন:নির্মাণ বা মেরামত কার্যক্রমের জন্য রাস্তা ও ফুটপাত খোঁড়াখুঁড়ির সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকা (Guideline) অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

নিরাপত্তা :

পাইপলাইন নির্মাণ এবং সিস্টেম পরিচালনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিমালা কঠোরভাবে অনুসরণের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। ফলে কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে এযাবৎকাল গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থা নির্বিঘ্নভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। পুরোনো নেটওয়ার্ক ও ক্ষয়জনিত কারণে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে গ্যাস লিকেজ সংঘটিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে মেরামত করা হয়। সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের নির্বিঘ্ন পরিচালন নিশ্চিতকল্পে পাইপলাইনের রাইট অব ওয়েতে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মাণ, গ্যাস লিকেজ, অন্যান্য সংস্থার উন্নয়ন কাজে পাইপলাইনের যে কোন ধরনের ক্ষতি মোকাবেলায় নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্যাস স্থাপনাসমূহের সম্ভাব্য গ্যাস ও কনডেনসেট লিকেজের বিষয়ে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নিবারণমূলক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গৃহীত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। পাইপলাইনের করোশন নিবারণকল্পে সিপি সিস্টেম স্থাপন ও পরিচালন করা হচ্ছে এবং মাসিক ভিত্তিতে সিপি স্টেশন পরিদর্শন এবং প্রতি তিন মাস অন্তর পি.এস.পি. রিডিং গ্রহণ, বিশ্লেষণ ও মনিটরিং করা হয়। অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম (কার্বন-ডাই-অক্সাইড/ড্রাই গ্যাস পাউডার) প্রয়োজন মোতাবেক স্থাপন ও ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা নীতিমালা লঙ্ঘনের ফলে কোন গ্রাহক কর্তৃক অবৈধভাবে রাইজার স্থানান্তরসহ অন্যান্য কার্যক্রমের দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করাসহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের দপ্তরকে অবহিত করা হয়। গ্যাস দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। সিস্টেম পরিচালন ব্যবস্থায় যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় বা দুর্ঘটনা না ঘটে সে লক্ষ্যে কোম্পানির উদ্যোগে এবং পেট্রোবাংলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহের নিরাপত্তা নিরীক্ষণ সম্পন্ন করা হয়।

জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জরুরী কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলি :

জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ বিভাগাধীন জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ শাখা- উত্তর (অফিসঃ প্লট নং-০৪, রোড নং-১৪৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, ফোনঃ ০২-৫৫০৪৫১১৩, ০২-৫৫০৪৫১১৪, মোবাইলঃ ০১৯৫৫-৫০০৪৯৭, ০১৯৫৫-৫০০৪৯৮) এবং জরুরী গ্যাস নিয়ন্ত্রণ শাখা-দক্ষিণ (অফিসঃ ১১/৩, টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০, ফোনঃ ০২-৪১০৭০৯৫১, ০২-৪১০৭০৯৫২, মোবাইলঃ ০১৯৫৫-৫০০৪৯৯, ০১৯৫৫-৫০০৫০০) এর জরুরী অভিযোগ কেন্দ্র, কোম্পানির কল সেন্টার ও ওয়েবসাইট এর কমপ্লেইন পোর্টাল-এ প্রাপ্ত অভিযোগের (অগ্নি দুর্ঘটনা, গ্যাস লিকেজ, গ্যাসের স্বল্প চাপ, গ্যাস না থাকা ইত্যাদি) প্রেক্ষিতে অভিযোগসমূহ তাৎক্ষনিকভাবে সমাধানের জন্য দিন/রাত ২৪ ঘন্টা মোট ৩০ টি জরুরী দল এবং ক্ষতিগ্রস্থ পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের জন্য একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে। সম্ভাব্য সকল দুর্ঘটনা মোকাবেলা এবং সম্মানিত

গ্রাহকদের আঙ্গিনায় নিরাপদ ও সুষ্ঠু গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রাহকদের সকল অভিযোগে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত জরুরি কলের সংখ্যা তথা জরুরি দল কর্তৃক গ্রাহক আঙ্গিনায় উপস্থিতির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

কলের ধরণ	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩
অগ্নি দূর্ঘটনা	৩১১	২৩৩
গ্যাস লিকেজ	৪৮৯১	৫,৭৯৬
গ্যাসের স্বল্প চাপ	২১০	১৬৬
গ্যাস নেই	৬৪৭	১১৫৪
অন্যান্য	৮০৩	১৫৭৯
মোট	**৬৮৬২**	**৮৯২৮**

উন্নততর সেবা কার্যক্রম:

গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের জন্য ঢাকা মহানগরী ও আঞ্চলিক বিক্রয় ডিভিশনের আওতাধীন এলাকায় সম্মানিত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানিতে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ, গ্রাহক সেবা কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, শীতকালীন গ্যাস স্বল্পচাপ সমস্যা দূরীকরণ ও ভবিষ্যৎ গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতকরণে পাইপলাইন স্থাপন ও সিজিএস/টিবিএস/ডিআরএস মডিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা:

একটি সুপরিকল্পিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তার কার্যকর বাস্তবায়ন ও সময়ে সময়ে তা পর্যবেক্ষণ কোম্পানির সার্বিক সাফল্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখার সাথে সাথে এর কার্যকারিতা অব্যাহত রাখার জন্য সচেতন রয়েছে। এ লক্ষ্যে ৩জন সম্মানিত পরিচালকের সমন্বয়ে একটি অডিট কমিটি পরিচালনা পর্ষদের সাব-কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমানে কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনকারী 'নিরীক্ষা ডিভিশন'-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কোম্পানির বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত "Management Report" অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহ অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। অডিট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়সমূহসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

কোম্পানির চ্যালেঞ্জসমূহ :

- বিতরণ নেটওয়ার্কে অননুমোদিত গ্যাস ব্যবহার শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা ;
- সিস্টেম লস যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করা ;
- বিতরণ নেটওয়ার্কের অবকাঠামোগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা ;
- কোম্পানির বিতরণ মার্জিন যৌক্তিক পর্যায়ে পুন:নির্ধারণ করা ;
- কোম্পানির চূড়ান্ত করদায় অপেক্ষা গ্যাস বিলের উপর উৎসে কর্তিত কর (৩% হারে) অধিক হওয়ায় কর হার পরিবর্তন ও সমন্বয় করা ;

- বিতরণ নেটওয়ার্কে সংযুক্ত গ্রাহকগণের গ্যাস চাহিদার বিপরীতে গ্যাসের সরবরাহে ভারসাম্য বজায় রাখা; এবং
- স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষ জনশক্তি সমৃদ্ধ আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট কোম্পানিতে রুপান্তর করা।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণ,

গ্রাহক ও আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড দেশের জ্বালানি খাতে সুদীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে নিরবচ্ছিভাবে অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতেও এ কোম্পানির সার্বিক উন্নয়নে আপনারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে আমি আশা করি। কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় সদয় উপস্থিতির জন্য আপনাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তিতাস বোর্ড, পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনা ও তিতাস গ্যাসের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানি আর্থিকসহ সকল ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে।

গ্যাস সরবরাহের স্বল্পতার কারণে কোন কোন অঞ্চলে গ্যাসের চাপ স্বল্পতার জন্য সরবরাহ বিঘ্ন ঘটায় সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের নিকট আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে।

বিগত সময়ে কোম্পানিকে বলিষ্ঠ দিক-নির্দেশনা ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য পরিচালকমণ্ডলী, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এণ্ড একচেঞ্জ কমিশন, স্টক একচেঞ্জ, পেট্রোবাংলা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিইআরসিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতেও তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করছি।

একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কোম্পানির উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য আমি পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ হতে সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাবসহ কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট তাদের সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

ধন্যবাদান্তে,

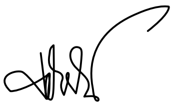

(মোঃ নূরুল আলম)
সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান, তিতাস বোর্ড